ইউনিট 9

জীবন বীমা
Life Insurance

ভূমিকা

যে কোন মানুষের কাছেই তার জীবন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর এ জন্যই প্রতিটি মানুষ তার জীবন রক্ষায় সচেষ্ট। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা জীবন রক্ষা করাকে মানুষের জন্য আবশ্যক করেছেন। কিন্তু, মানুষ প্রতিনিয়তই বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে নিপতিত। রোগ-জরা-ব্যধি বেধী, অক্ষমতায় উপার্জন ক্ষমতা হারায়, চাকুরীচ্যুতি, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি মানুষকে ধেয়ে বেড়াচ্ছে। তাই মানুষ এ সকল অপ্রাত্যাশিত ঝুঁকিকে এড়ানোর জন্য শত চেষ্টা করে চলেছে আদিকাল থেকে। মানুষ তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতা ও সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য অনুসন্ধান করে অবিষ্কার করেছে জীবন বীমা ব্যবস্থা। আর জীবন বীমা হলো নির্দিষ্ট পরিমাণ বীমা প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকির বিপক্ষে নিশ্চয়তা। যার ফলে, কোন কোন ব্যক্তি অক্ষম হয়ে পড়লে, উপার্জন হারিয়ে ফেললে বা অকাল মৃত্যু হলে মানুষ আর্থিক অনিশ্চয়তা পড়ে যায়। বীমাকারী তার বন্ধু হিসেবে পাশে এসে দাঁড়ায়। ১৫৮৩ সালের দিকে স্বল্প মেয়াদী বীমা পলিসি নিয়ে জীবন বীমার যাত্রা শুরু। তবে, তখন শুধু পলিসি সময়ের মধ্যে মারা গেলেই মাত্র ক্ষতিপূরণ দেয়া হত। কিন্তু, বেঁচে থাকলে কোন অর্থিক সুবিধা পেতনা। ১৭৭৪ সালে প্রথমবারের মত জীবন বীমা আইন চালু করে বৃটিশ পারলামেন্ট। তার পর থেকে বীমার প্রসারলাভ করতে থাকে দ্রুত। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই কম বেশী জীবন বীমার প্রচলন আছে। বিভিন্ন উন্নত দেশে প্রায় প্রতিটি মানুষ জীবন বীমার আওতায়। আমাদের দেশেও সারকারী, বেসরকারী ও বহুজাতিক কোম্পানীর মাধ্যমে জীবন বীমা কর্যক্রম চলছে। এমনকি ইসলামী জীবন বীমাও ইদানিং চালু হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার জীবন বীমা পলিসিও প্রচলিত আছে এবং দিন দিন উত্তর উত্তর এর প্রসার ও প্রচার ঘটছে। এ ইউনিটে আমরা জীবন বীমার উপাদান, বীমাপত্র, পিমিয়ামের হার নির্ধারণ, দাবীপূরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। যা পরবর্তী পাঠসমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দেয়া হলো। এবার আসুন পাঠগুলো শেষ করি এবং বিষয়গুলো জেনে নিই।

পাঠ-১ জীবন বীমার সংজ্ঞা, উপাদান ও প্রকৃতি
Definition of Life Insurance, Elements and Nature

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- জীবন বীমার সংজ্ঞা জানতে পারবেন;
- জীবন বীমার উপাদানগুলো কিকি তা জানতে ও বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- জীবন বীমার বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

জীবন বীমার সংজ্ঞা

জীবন বীমা মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকির ফলে ভবিষ্যৎ আর্থিক অনিশ্চয়তার একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় একজন মানুষ তাঁর নিজের ও অন্যের জীবনের উপর আর্থিক ক্ষতি পুসিয়ে নেয়ার একটি আগাম প্রাপ্তির অঙ্গীকার। বীমা প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়াম লাভের বিনিময়ে এ ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। বীমার মেয়াদ শেষে অথবা মেয়াদের মধ্যে মারা গেলে চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকে।

নিম্নে কয়েক জন বীমা বিশেষজ্ঞের সংজ্ঞা দেয়া হলো:

R.S. Sharma এর মতে," জীবন বীমা এমন একটি চুক্তি যেখানে এককালিন অর্থ বা নির্দিষ্ট সমায়ান্তে কিস্তি পরিশোধের প্রতিদানে বীমা গ্রহীতার মৃত্যুতে অথবা নির্ধারিত বছরসমূহ শেষে বীমাকারী বৃত্তি অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিাশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।"

জর্জ জোসেফ এর মতে, "বীমা হলো অর্থের বা বীমাদাবীর অবিলম্বে পরিশোধের অথবা সাধারণভাবে বীমা গ্রহণকরী পক্ষের জীবৎকালে তাকে বৃত্তি পরিশোধের প্রতিদানে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে একটি পুনরাবৃত্তি সম্পন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্রয়।"

এম, এন, মিশ্র এর মতে," জীবন বীমা চুক্তি হলো এমন একটি চুক্তি, যেখানে সেলামী বা কিস্তি পরিশোধের প্রতিদানে বীমাকারী বীমা গ্রহীতার মৃত্যুতে অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।"

তাই পরিশেষে বলা যায়, জীবন বীমা হলো বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারীর মধ্যে এমন একটি চুক্তি যার ফলে এক পক্ষ নির্দিষ্ট পরিমাণ বীমাসেলামী কিস্তি গ্রহণের বিনিময়ে অপর পক্ষকে তার মৃত্যুতে বা মেয়াদ শেষে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার।

জীবন বীমা চুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

Factores of Life Insurance Contract

জীবন বীমার সংজ্ঞা, প্রকৃতি, আওতা, পরিধি, বিষয়বস্তু ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে বীমার নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলো পরিলক্ষিত হয়:

১. আনুষ্ঠানিক তথা বিশিষ্ট চুক্তি (Formal as well as Special Contract): বীমা চুক্তি একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি। আর বিশিষ্ট চুক্তি আনুষ্টানিকতা হয়ে থাকে। বীমা চুক্তির নিম্ন লিখিত আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে:

ক. লিখিত, খ) সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো কতৃক স্বাক্ষরিত গ) প্রয়োজনে সীলকৃত ঘ) প্রয়োজনে ষ্টাম্পকৃত ঙ) নিবন্ধনকৃত চ) হস্তান্তর সাপেক্ষ।

তাই বীমা চুক্তি আনুষ্ঠানিক ও কখনও বিশিষ্ট চুক্তি।

২. বিষয়বস্তু (Subject-Matter): বীমার বিষয়-বস্তু নিজ জীবন ও অন্যদের জীবন যাদের সাথে বীমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান।

৩. উদ্দেশ্য (Objective): জীবন বীমা মূলত দুটি উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। যথা:

ক. জীবন বীমা চুক্তি বীমাগ্রহীতার জীবনের ক্ষেত্রে বিদ্যামান আর্থিক ক্ষতির নিশ্চয়তা পাবার প্রতিশ্রুতির জন্য গঠিত হয়।

খ. বীমাকারী জীবন বীমার মাধ্যমে বীমায় বিনিয়োগ করে থাকে। বীমা গ্রহীতাকে চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট কতগুলো বীমা কিস্ড়ি প্রদান করতে হয়। যার ফলে সঞ্জয়ও বিনিয়োগের কাজ হয়ে থাকে। আর মেয়াদান্ড়ে লাভসহ বিনিয়োগের টাকা ফেরত পায়। তাই জীবন বীমার অপর উদ্দেশ্য হলো সঠিক ও লাভজনক নিনিয়োগ করা।

৪. চূড়ান্ত সদ্বশ্বাসের চুক্তি (Cotract of Utmost Good Faith): বীমা একটি চূড়ান্ত বিশ্বাসের চুক্তি। জীবন বীমা করার সবয় উভয় পক্ষকে গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য প্রকাশ করতে হবে। কোন প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন বা বাড়ান কমান যাবে না। সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে যদি কোন প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন, ভুল বা অসংগতি পরিলক্ষিত হয়, তবে বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৫. প্রস্তাবের স্বীকৃতি (Acceptance of Offer): বীমা চুক্তির জন্য বীমা প্রস্তাব নি:শর্ত স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। কারণ, বীমাকারী কর্তৃক মূদ্রিত বীমা ফর্ম প্রদান করে যার কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার সুযোগ থাকে না। এটি একটি শর্তানুগ চুক্তি (Contract of adhesion)|

৬. দাবীর পরিমাণ (Ammount of Claim): চুক্তিতে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা কোন বীমা গ্রহীতার মৃত্যু বা মেয়াদ উর্ত্তীণ হলে বীমা দাবী করার অধিকার জন্মায়। অর্থাৎ বীমাকৃত নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বীমা দাবী হিসেবে গণ্য হবে। যেমন ধরুন মানজুর ১০ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০ টাকার একটি জীবন বীমা পত্র গ্রহণ করেন। চুক্তি অনুযায়ী বীমাগ্রহীতার নোমিনি ১,০০,০০০ টাকা বীমার দাবী করতে পারবেন।

৭. একতরফা চুক্তি (One Sided Contract): বীমার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, যখন কোন পক্ষ দায়িত্ব পালন করে, তখন শুধু সে পক্ষই দায়িত্ব পালন করে, অপর পক্ষ তখন অধিকার ভোগ কর। যেমন বীমাগ্রহীতা যখন বীমার প্রিমিয়াম দেয় তখন শুধু বীমা গ্রহীতাই তাঁর দায়িত্ব পালন করতে থাকে, আর বীমাকারী প্রিমিয়াম ভোগ করতে থাকে। আবার বীমাা

প্রিমিয়াম দেয়া শেষ হলে বা বীমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে বীমাকারী তখন বীমার দাবী পরিশোধের দায়িত্ব পালন করে। তখন বীমা গ্রহীতা বীমার দাবী ভোগ করে, তাই বীমা চুক্তি একতরফা চুক্তি বলে অবহিত করা হয়।

৮. শর্তাধীন চুক্তি (Conditional Contract): বীমা চুক্তি অনুযায়ী বীমার প্রিমিয়াম দেয়া হয়ে যাবার পরও সংশ্লিষ্ট পক্ষকে পরবর্তীতে চুক্তি অনুসারে কিছু শর্তপালন করতে হয়। যেমন বীমার দাবী পূরণ করতে প্রয়োজনীয় ও নির্ধারিত শর্তসমূহ পালন করতে হয়। এজন্যই জীবন বীমা চুক্তিকে শর্তাধীন চুক্তি বলে অবিহিত করা হয়।

৯. সামগ্রিকভাবে সম্পাদিত চুক্তি (Contract to be Executed Wholly): বীমা চুক্তির আংশিক পালন আর আংশিক কিস্তি ফেরত হয় না। বীমাকারী দায় গ্রহণ করালে বীমার দায় পূরই পরিশোধ করতে হবে। বীমাকারী যদি দায় গ্রহণ না করেন তাহলে প্রিমিয়াম পুরটাই ফেরত দিতে হবে।

উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটি একটি ব্যক্তি গত চুক্তি, এটি উৎস সংক্রান্ত চুক্তি ইত্যাদি।

জীবন বীমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদানসমূহ
Essential Elements of Life Insurance Contract

জীবন বীমা একটি চুক্তি। তাই চুক্তির জন্য কতগুলো উপাদান থাকতে হয় তা না হলে কোনা চুক্তি হয় না। তাই বীমা চুক্তির জন্য সাধারণ চুক্তির উপাদানগুলো থাকতে হবে। আবার জীবনবীমা একটি বীমা চুক্তি। তাই জীবন বীমার জন্য আরো কিছু উপাদান থাকতে হবে। তাই বলা যায় জীবন বীমা চুক্তিতে দু ধরণের উপাদান থাকতে হবে। যথা: ১। সাধারণ চুক্তির উপাদান ও ২। বীমা চুক্তির বিশেষ উপাদান।

জীবন বীমা চুক্তির সাধারণ উপাদানসমূহ
General Elements of Life Insurance Contract

যেহেতু জীবন বীমা একটি চুক্তি। তাই জীবন বীমার জন্য অন্যান্য চুক্তির ন্যায় সাধারণ উপাদানসমূহ থাকা আবশ্যক। একটি জীবন বীমার চুক্তির জন্য নিম্ন লিখিত সাধারণ উপাদানসমূহ থাকা আবশ্যক:

ক. কমপক্ষে দুটি পক্ষ থাকতে হবে

খ. প্রস্তাব ও স্বীকৃতি থাকতে হবে অর্থাৎ এপক্ষ প্রস্তাব করবে এবং অপর পক্ষ তা নি:শর্তভাবে স্বীকৃতি বা প্রস্ড্রাব গ্রহণ করাবে।

গ. পারস্পারিক স্বেচ্ছা সায় থাকতে হবে। ঘ. পারস্পারিক দায়িত্ব। ঙ. উভয় পক্ষের চুক্তি করার যোগ্যতা থাকতে হবে (অর্থাৎ উভয় পক্ষকেই সাবালক হতে হবে, সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন হতে হবে, দেউলিয়া হলে চলবে না)। চ. বৈধ প্রতিদান থাকতে হবে। ছ. বৈধ উদ্দেশ্য থাকতে হবে। জ. কার্য ও ঘটনা সংঘটনের নিশ্চয়তা থাকতে হবে। ঝ. বিষয়বস্তুর বাস্তবতা থাকতে হবে। ঞ. আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে। এ সকল উপাদান যেকোন বৈধ চুক্তির জন্যই অপরিহার্য। এখানে বর্ণনা করা হলো না; কারণ ইউনিট এক-এ সাধারণ চুক্তির উপাদানগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

জীবন বীমা চুক্তির বিশেষ উপাদনসমূহ

জীবন বীমা চুক্তিতে সাধারণ চুক্তির উপাদানের পাশাপাশি বীমার বিশেষ উপাদানসমূহও থাকতে হবে। জীবন বীমা চুক্তির বিশেষ উপাদনগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. বীমাযোগ্য স্বার্থ (Insurable Interest): যেকোন জীবন বীমার বিষয়বস্তু হলো জীবন। তা হতে পারে নিজের জীবন অথবা অন্যের জীবন। তবে অন্যের জীবনের উপর বীমা গ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ না থাকলে বীমা করা যায় না। এ স্বার্থকেই বীমা যোগ্য স্বার্থ বলা হয়, বীমা চুক্তি ছাড়া অন্য কোন চুক্তির জন্য বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা আবশ্যক নয়।

এম এন মিশ্র জীবন বীমার ক্ষেত্রে বীমাযোগ্য স্বার্থকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:
ক) নিজের জীবনের জন্য বীমাযোগ্য স্বার্থ ও
খ) অন্যের জীবনের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ।

অন্যের জীবনের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থকে আবার দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

I) যেখানে বীমাযোগ্য স্বার্থরে প্রমাণ করতে হয় না এবং

II) যেখানে বীমাযোগ্য স্বার্থের প্রমাণ প্রয়োজন হয়।

২য় টিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

অ) ব্যবসায়িক সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের জীবনে, এবং
আ) পারিবারিক সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের জীবনে।

ক) স্বীয় জীবনে বীমা যোগ্য স্বার্থ (Insurable Interest in Own Life): প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাঁর জীবনের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে। যদি কোন মানুষের অকাল মৃত্যু হয়, তবে তার পরিবারবর্গ ও সম্পদ ক্ষতিগ্রহস্থ হয়। পরিবার উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়ে অর্থ কষ্টে নিপতিত হয়। এমনকি তার সম্পদ নষ্ট বা বেহাত হয়ে যেতে পারে। মানুষের জীবন অর্থদ্বারা পরিমাপ করা যায় না। তাই যেকোন ব্যক্তি যেকোন পরিমাণ অর্থের জীবন বীমা করতে পারে। কিন্তু একজন ব্যক্তি তার বাৎসরিক আয়ের চারগুন বীমা করার প্রচলন আছে। তবে ভারতে এ সম্পর্কে ১০ গুন পর্যন্ত বীমা করার বিধান রয়েছে।

খ) অন্যের জীবনের উপর বীমাযোগ্য স্বর্থ: অন্যের জীবনের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে বীম করা যায় না। অন্যের জীবনের উপর দু'ধরনের বীমা যোগ্য স্বার্থ থাকে। প্রথমটা হলো বীমাযোগ্য স্বার্থের প্রমাণ প্রয়োজন হয় না এবং দ্বিতীয় হলো যেকোন বীমাযোগ্য স্বার্থের প্রমাণ দরকার হয়।

ক) যেক্ষেত্রে বীমাযোগ্য স্বার্থের প্রমাণ দরকার হয় না।

১) স্ত্রীর জীবনের উপর তার স্বামীর বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে। স্বামী তার স্ত্রীর জীবনের উপর বীমা করতে পারে। এক্ষেত্রে বীমাযোগ্য স্বার্থের প্রমাণ দরকার হয় না। কারণ স্ত্রী যদি মারা যায় তাহলে স্বামীর বাচ্চা ও সংসার পরিচালনার জন্য মানুষ দরকার হবে, যার জন্য তাকে অর্থ ব্যয় করতে হবে। তাই, স্ত্রী বেচে থাকলে স্বামী আর্থিকভাবে লভবান হয়, আর মারা গেলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রহস্থ হয়। এক্ষেত্রে বীমাযোগ্য স্বার্থ অসীম।

২) স্বামীর জীবনের উপর স্ত্রীর বীমাযোগ্য স্বার্থ (Insurable Interest in the Life of Husband): সাধারণত: স্ত্রী স্বামীর আয়ের উপর নির্ভরশীল। তাই, স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। স্বামীর সাথে স্ত্রীর আর্থিক সম্পর্ক রয়েছে। করাণ, স্বামী মারা গেলে আর্থিক ক্ষতি হবে। সেক্ষেত্রেও আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয় বিধায় স্বামীর জীবনের উপর স্ত্রীর অসীম বীমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে।

খ) যেক্ষেত্রে বীমাযোগ্য স্বার্থের প্রমাণ প্রয়োজন হয়:
যে ক্ষেত্রে অন্যের জীবনের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থের প্রমাণ প্রয়োজন হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:
(অ) ব্যবসায়িক সম্পর্কের কারণে বীমাযোগ্য স্বার্থ:
কারবারী সম্পর্ক থাকলে অন্যের জীবনের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থের প্রমাণ প্রয়োজন হয়। নিম্নলিখিত ব্যবসায়ী সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকার প্রমাণ প্রয়োজন:

- দেনাদারের জীবনের উপর পাওনাদার;
- দেনাদারের জীবনের উপর জামিনদারের;
- অংশীদারদের জীবনে একে অপরের উপর;
- বীমাকৃত জীবনের উপর বীমাকারীর;
- প্রধান ব্যক্তির (Key Person) জীবনের উপর বিনিয়োগ কারীদের;

(আ) পারিবারিক সম্পর্কের কারণে অন্যের জীবনের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ: পরিবারের সদস্য হলেই সবার জীবনের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে না। আবার শুধু স্নেহ ভালবাসার কারণেই বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে না। যেমন: পিতা পুত্রের জীবনের উপর বীমা তখনই করতে পারবে যখন পিতা পুত্রের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল থাকে। পক্ষান্ড়রে, পুত্র তার পিতার জীবনের উপর তখনই বীমা করতে পারে যখন পিতার আয়ের উপর পুত্র নির্ভরশীল। শুধু মাত্র এসকল ক্ষেত্রেই পরিবারের সদস্যদের উপর জীবন বীমা গ্রহণ করা যায়।

২. চূড়ান্ত সদ্বশ্বাস (Utmost Good Faith): বীমা একটি চূড়ান্ড় বিশ্বাসের চুক্তি। তাই জীবন বীমার ভিত্তিও চূড়ান্ত বিশ্বাস। উভয় পক্ষ বিশেষ করে বীমা গ্রহীতা সকল গুরুত্বপর্ণ পয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করতে যদি কোন ভুল তথ্য, অতিরিক্ত তথ্য বা তথ্য গোপন করা হয়, তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। তবে, যে সকল তথ্য প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই এমন তথ্য প্রকাশ না করায় কোন দোষ নেই।

যে সকল বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করা আবশ্যক নয় তা নিম্নরূপ:
ক. এমন সব বিষয় যা ঝুঁকি হ্রাস করে;
খ. যে সকল বিষয় বীমাকারীর জানা থাকার কথা এমন তথ্য;
গ. যে সব বিষয় বীমা প্রস্ড়াবের বিবৃতি থেকে জেনে নেয়া যায়;
ঘ. যে সব বিষয় বীমাকারীর অগ্রহ নেই;
ঙ. শর্ত জনিত কারণে যে সব বিষয় বাহুল্য বলে গণ্য হয়; এবং
চ. যে সব বিষয় সর্বসাধারণ জ্ঞাত আছে।
তাই বলা যায়, চূড়ান্ত বিশ্বাস রক্ষা করা জীবন বীমার অপরিহার্য উপাদান।

৩. শর্তাবলী (Warranties): জীবন বীমা চুক্তিতে বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতার মধ্যে কতগুলো শর্ত থাকে যা হতে পারে ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত বা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান যা চুক্তির ভিত্তিও বটে। এ শর্তাবলী প্রধানত: দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১। ব্যক্ত বা প্রকাশ্য শর্ত ২। অব্যক্ত বা অপ্রকাশ্য শর্ত।

জীবন বীমর অনেকগুলো শর্ত আছে, যা বীমা প্রস্তাবে লিখিতভাবে উল্লেখ থাকে, তাকে ব্যক্ত শর্ত বলা হয়। আর, যেগুলো লিখিতভাবে উল্লেখ থাকে না, কিন্তু কার্যকারীতা আছে তাকে অব্যক্ত শর্তাবলী বলা হয়। লিখিত নয় বলে কমগুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং এত গুরুত্বপূর্ণ যে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই; কিন্তু, পালন না করলে বীমা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

ব্যক্ত শর্তের উপাদান দুটি যথা:

ক. তথ্যদায়ক শর্তাবলী (Infromative Warrenties): বীমা প্রস্তাব ফর্মে জিজ্ঞাসিত বিষয়সমূহে বীমা গ্রহীতা তার জ্ঞাননুসারে সকল তথ্য সততাসহকারে নির্ভুলভাবে সরল বিশ্বাসে বর্ণনা করবেন এটাই প্রত্যাশা করা হয়। তা না হলে চুক্তি বতিল হয়ে যায়। প্রস্ড়াবিত বীমা পত্রে বীমাগ্রহীতা সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিবেন। তাই, এধরনের শর্তাবলীকে হা সূচক শর্তাবলী (Affermative Warrenties) বলা হয়।

খ.অঙ্গীকারমূলক শর্তাবলী (Promissory Warrinties): অঙ্গীকারমূলক শর্তাবলীতে বীমা গ্রহীতা বীমা পত্রে ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার প্রশ্নে সম্মতি জ্ঞাপন করা, যা চুক্তির শর্ত হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের শর্তই অঙ্গীকারমূলক শর্ত। যেমন কেউ এমন শর্তে বীমা প্রত্র গ্রহণ করল যে, সে ভবিষ্যতে কোন ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত হবে না, যদি হয় তবে তা বীমাকরীকে জানাবে।

৪. নিকটতম কারণ (Proximate Cause): অন্যান্য বীমার মত জীবন বীমার ক্ষেত্রে যদিও নিকটতম কারণ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিকটতম কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে যেক্ষেত্রে জীবন বীমার মৃত্যুর সকল ঝুঁকি বীমা না করে কিছু নির্দিষ্ট ঝুঁকির উপর বীমা করে এবং একত্রে একাধিক কারণ কাজ করে, সেক্ষেত্রে নিকটতম কারণ বীমার দাবী পূরণে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন ধরুণ, জালাল নামক এক ব্যক্তি সড়ক দুর্ঘটনাজনিত কারণের বিরুদ্ধে জীবন বীমাপত্র গ্রহণ করেন এবং বীমা সময়কালে তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু, ডাক্তারী চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় টিটেনাসে আক্রান্ড় হন এবং মারা জান। এ ক্ষোত্রে মৃত্যুর নিকটতম কারণ টিটেনাস, দুর্ঘটনা নয়। কিন্তু, টিটেনাসের বিরুদ্ধে কোন বীমা না থাকায় কোন ক্ষতিপূরণ পাবেন না। আরো একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন মি: জসিম আকাশে ও যুদ্ধ ক্ষেত্রের ঝুঁকি বাদে জীবন বীমার একটি পলিসি গ্রহণ করেন। কিন্তু বীমার সময়সীমার মধ্যে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারা যান। এক্ষেত্রেও তিনি বীমা দাবী করতে পারবে না।

৫. মনোনয়ন ও অধিকার অর্পন (Nomination and Assignment): জীবন বীমার টাকা মেয়াদ শেষে বা মৃত্যুর পর পরিশোধ করা হয়। যখন কোন ব্যক্তি মারা যায়, তার মৃত্যুর পর কাকে বীমার টাকা পরিশোধ করবে তা নিয়ে জটিলতা হয়। এ জন্য বীমাপত্র গ্রহণের সময় বীমার টাকা তার অবর্তমানে কে পাবে তা লিখিত ভাবে প্রকাশ করতে হয়। তাই বীমাগ্রহীতা তাঁর মৃত্যুর পর যে টাকা পাবে তা নির্ধারণ করে দেয়াকে নোমিনেশন বলে। অর্পণ হলো, বীমা পত্রের অধিকার বীমা গ্রহীতা কতৃক তার স্বত্ব অন্যকে লিখিতভাবে অধিকার হস্তান্তর করা। তাই জীবন বীমার ক্ষেত্রে মানোনয়ন ও অধিকার অর্পণ অপরিহার্য।

৬. কিস্তি ফেরত (Return of Premium): সচরচার বীমা গ্রহীতা কতৃক প্রদত্ত কিস্তির অর্থ ফেরত দেয়া হয় না। তবে, ক্ষেত্র বিশেষে ফেরত দেবার বিধান রয়েছে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, পারস্পারিক চুক্তি অনুযায়ী দ্বিগুণ বীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বীমার কিস্ড়ি ফেরত দেওয়া হয়। তাই বীমার কিস্তি ফেরতও বীমা চুক্তির প্রয়োজনীয় উপাদান।

পরিশেষে বলা যায়, উপরে উল্লেখিত উপাদানগুলো জীবন বীমার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে গণ্য।

পাঠ সংক্ষেপ: ৯.১

জীবন বীমা মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকির ফলে ভবিষ্যৎ আর্থিক অনিশ্চয়তার একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। জীবন বীমা হলো বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারীর মধ্যে এমন একটি চুক্তি যার ফলে এক পক্ষ নির্দিষ্ট পরিমাণ বীমাসেলামী কিস্তি গ্রহণের বিনিময়ে অপর পক্ষকে তার মৃত্যুতে বা মেয়াদ শেষে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার। জীবন বীমা চুক্তি বীমাগ্রহীতার জীবনের ক্ষেত্রে বিদ্যামান আর্থিক ক্ষতির নিশ্চয়তা পাবার প্রতিশ্রুতির জন্য গঠিত হয়। বীমার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, যখন কোন পক্ষ দায়িত্ব পালন করে, তখন শুধু সে পক্ষই দায়িত্ব পালন করে, অপর পক্ষ তখন অধিকার ভোগ কর। যেমন বীমাগ্রহীতা যখন বীমার প্রিমিয়াম দেয় তখন শুধু বীমা গ্রহীতাই তাঁর দায়িত্ব পালন করতে থাকে, আর বীমাকারী প্রিমিয়াম ভোগ করতে থাকে। আবার বীমাা প্রিমিয়াম দেয়া শেষ হলে বা বীমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে বীমাকারী তখন বীমার দাবী পরিশোধের দায়িত্ব পালন করে। তখন বীমা গ্রহীতা বীমার দাবী ভোগ করে, তাই বীমা চুক্তি একতরফা চুক্তি বলে অবহিত করা হয়। জীবন বীমা চুক্তিতে বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতার মধ্যে কতগুলো শর্ত থাকে যা হতে পারে ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত বা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান যা চুক্তির ভিত্তিও বটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন

১. বীমাগ্রহীতার জীবনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আর্থিক ক্ষতির নিশ্চয়তা পাবার প্রতিশ্রুতি পাবার জন্য গঠিত চুক্তিকে কী বলে?
   ক) জীবন বীমা খ) অর্থবীমা
   গ) গ্যারান্টি বীমা ঘ) কোনটি নয়

২. কোন বীমা চুক্তিতে এক তরফা চুক্তি বলা হয়?
   ক) জীবন বীমা খ) অগ্নিবীমা
   গ) নৌ-বীমা ঘ) কোনটি নয়

৩. কোন বীমা চুক্তিকে শর্তাধীন চুক্তি বলা হয়?
   ক) নৌ-বীমা খ) অগ্নিবীমা
   গ) জীবন বীমা ঘ) কোনটি নয়

পাঠ- ২ জীবন বীমার শ্রেণীবিন্যাস
Clsification of Life Insurance

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ জীবন বীমার শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিগুলো বলতে পারবেন।
- ☞ জীবন বীমার শ্রেণীবিন্যাস বলতে পারবেন।
- ☞ প্রতিটি শ্রেণীর জীবন বীমার সুবধা-অসুবিধা বলতে পারবেন।
- ☞ কোন বীমা কার জন্য বেশী উপযোগী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

জীবন বীমার শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি

জীবন বীমাকে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করছেন। তাদের মধ্যে কম বেশী পার্থক্য থাকলেও যথেষ্ট মিলও রয়েছে। এখানে আমরা বীমাকে এম.এন.মিশ্র যে ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ বা বিন্যাস করেছেন তা বর্ণনা করব। নিম্নে এম, এন মিশ্র জীবন বীমার যে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন তা উপস্থাপন করা হলো।

ক. বীমাপত্রের মেয়াদ অনুসারে। খ. বীমা কিস্তি বা সেলামী পরিশোধের ভিত্তিতে। গ. মুনাফার অংশ গ্রহণের প্রেক্ষিতে। ঘ. বীমা গ্রহীতাদের সংখ্যা অনুযায়ী ও ঙ. বীমা দাবী পরিশোধের পদ্ধতি অনুসারে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই শ্রেণীবিন্যাস একই বীমা পত্র একাধিক শ্রেণীর আওতায় পড়ে যেতে পারে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে বীমার শ্রেণীবিন্যাসগুলো বর্ণনা করা হলো:

ক. বীমাপত্রের মেয়াদভিত্তিক বীমার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Insurance on the Basis of Duration of Policy): মেয়াদের উপর ভিত্তি করে জীবন বীমাপত্রকে আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: ১। আজীবন বীমাপত্র ২। সাময়িক বীমাপত্র ৩। মেয়াদী বীমাপত্র ৪। উত্তর জীবী বীমাপত্র ইত্যাদি। এসব শ্রেণীতে আবার আরও কয়েকটি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

মেয়াদ ভিত্তিক জীবন বীমাপত্রসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো

১। আজীবন বীমা পত্র (Whole Life Policy): এ বীমাপত্রে বীমাকৃত ব্যক্তি বেঁচে থাকা পর্যন্ত চালু থাকে। অর্থাৎ বীমাকৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বীমার কিস্তি পরিশোধ করতে থাকে। এবং তার মৃত্যুর পরই শুধু বীমার দাবী পরিশোধ করা হয়। এতে বীমাকৃত ব্যক্তি নিজে কোন সুবিধা ভোগ করতে পারে না। তাঁর পোষ্যরা এর সুবিধা পায়। কিস্ড়ি পরিশোধের পদ্ধতি অনুসারে একে আবার কয়েকটি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যা নিম্নরূপ:

I. একক কিস্তি সম্পন্ন আজীবন বীমাপত্র (Single Premium Whole Life Policy): এ বীমা পলিসির ক্ষেত্রে একটি মাত্র কিস্তি দেয়া হয়। এজন্য এটিকে একক কিস্তি সম্পন্ন আজীবন বীমাপত্র বলে। তবে, এখন আর এ বীমাপত্রের তেমন প্রচলন নেই। কারণ এককালীন এত টাকা দেবার ক্ষমতা আনেকরই নেই।

II. অবিরাম কিস্তি সম্পন্ন আজীবন বীমা (Continuous Premium Whole Life Policy): এ বীমাপত্রে বীমাগ্রহীতা তার জীবনকাল পর্যন্ত কিস্তি পরিশোধ করতে থাকে। অর্থাৎ আজীবন কিস্তি দিতে থাকে এবং মৃত্যু হলে কিস্তি দেয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এতে বড় অসুবিধা হলো বীমা গ্রহীতা যদি দীর্ঘায়ু পায় তবে শেষ বয়সে বীমার কিস্ড়ি তার জন্য বাড়তি ঝামেলা হয়ে পড়ে। তাই এ বীমা ক্রমাগত জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলছে।

III. সীমিত কিস্তি সম্পন্ন আজীবন বীমা পত্র (Limited Primium Whole Life): এ বীমা পত্রে একটি নির্দৃষ্ট সময় পর্যন্ত বীমার কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। তার পর বীমাকৃত ব্যক্তি বেঁচে থাকলেও বীমার কিস্তি পরিশোধ করতে হয় না। যেমন ধরুন কোন ব্যক্তি তার ৫৫ বৎসর পর্যন্ত বীমা কিস্তি পরিশোধ করার চুক্তিতে বীমাপত্র গ্রহণ করলেন। তার বয়স ৫৫ পার হবার পর আর কিস্তি দিতে হবে না। এতে তিনি স্বস্তিতে থাকতে পারবেন। এ প্রকার বীমা কিস্তির জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

IV. রূপান্তরযোগ্য আজীবন বীমা পত্র (Convertable Whole–Life Policy): এ বীমাপত্রের বীমা গ্রহীতাকে তার বীমার মর্যাদাকে পরিবর্তন করার একটি সুযোগ প্রদান করে থাকে। এ বীমাপত্রে বীমাগ্রহীতা ৫ বৎসর পর ইচ্ছা করলে মেয়াদী বীমায় রূপান্তর করতে পারেন। এতে বিশেষ সুবিধা হলো, নতুন করে আঁর ডাক্তারী পরীক্ষা করতে হয় না। আর যদি এ সুযোগ গ্রহণ না করে, তবে এটা আজীবন বীমা পত্র হিসেবে থেকে যায় এবং ৭০ বৎসর পর্যন্ত বীমার কিস্তি পরিশোধ করার পর বীমা কিস্তি প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। এ বীমা পত্র কর্মজীবনের প্রথম অথবা কর্মজীবন শুরু করবে এ ধরনের যুবকদের জন্য বেশী প্রযোজ্য। মেয়াদী বীমা মুনাফা যুক্ত ও মুনাফাবিহীন দুপ্রকারই হতে পারে।

৩. সাময়িক বীমা পত্র (Term Policy): সাময়িক বীমা পত্র ২ মাস থেকে ৭ বৎসর পর্যন্ত সময়ের জন্য হয়। এ ক্ষেত্রে যে সময়ের জন্য বীমা করা হবে, সে সময়ের মধ্যে মারা গেলেই মাত্র বীমার দাবী পরিশোধ করা হয়; নতুবা কিছুই পরিশোধ করা হয় না। মেয়াদী বীমা, মেয়াদকাল পর্যন্ত অথবা মৃত্যু পর্যন্ত যা আগে হয় সে পর্যন্ত বীমার কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। এতে প্রিমিয়ামের হার খুব কম। কারণ সময়ের মধ্য মারা গেলেই মাত্র দাবী পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু, আজীবন বীমা পত্রে প্রিমিয়াম অনেক বেশী। তবে, সাময়িক বীমা পত্র সবসময় মুনাফা বিহীন হয়ে থাকে। আর আজীবন মেয়াদী বীমা মুনাফা যুক্ত ও মুনাফা বিহীন দু'ধরনেরই হতে পারে।

মেয়াদী বীমা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য:

১. কোন বিশেষ কারণে যাদের অল্প সময়ের জন্য অধিক প্রতিরক্ষা প্রয়োজন।
২. যাদের দীর্ঘ প্রতিরক্ষা প্রয়োজন; তবে তাদের সাময়িক স্বাস্থ্য খারাপ বা আয় কম হবার কারণে বেশী প্রিমিয়াম দিতে পারছে না এমন ব্যক্তি।
৩. কোন ব্যবসায়ী তাঁর ব্যবসায়ের প্রাথমিক পর্যায়ে বিশেষ কোন ব্যবসায়ীর বিপদ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে এ জাতীয় বীমা গ্রহণ করে থাকে।
৪. ব্যবসায়ের মূল ব্যক্তির জন্য বিশেষভাবে এ বীমাপত্র গ্রহণ করা হয়।
৫. একজন বন্ধক দাতার সম্পত্তি রক্ষার্থে এ ধরনের বীমা করা হয়।
৬. একজন পিতা তার সন্ড়ানের লিখাপড়ার জন্য এধরনের বীমা গ্রহণ করতে পারলে।
৭. অল্প মেয়াদের জন্য বীমা করতে আগ্রহী ব্যক্তিগণও এ ধরণের বীমা করতে পারেন।

সাময়িক বীমা আবার কয়েকটি উপ-বিভাগে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে সাময়িক বীমার উপ-বিভাগগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো:

I. স্বল্প কালীন সাময়িক বীমাপত্র (Temporary Term Policy): এ বীমাপত্র মাত্র ২ বৎসরের জন্য ইস্যু করা হয়। এতে একটি মাত্র কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। এ সময় বীমাকারী মারা গেলেই মাত্র বীমার দাবী পরিশোধ করা হয়; অন্যথায় নয়। এতে কিস্তিও কম, দাবী প্রাপ্তির সম্ভাবনাও কম। প্রস্ড়াবকারীকে নিজ খরচে ডাক্তারী পরীক্ষা করতে হয়। তবে, এ বীমা রূপান্তরযোগ্য।

II. নবায়নযোগ্য সাময়িক বীমাপত্র (Renewable Term Policy): এ ধরনের বীমা পত্র মেয়াদ শেষে ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়াই নাবায়ন করা যায়। তবে, এক্ষেত্রে বীমা কিস্তির পরিমাণ বয়স অনুসারে পরিবর্তন করে দেয়া হয়। বীমাকৃত ব্যক্তি ৫৫ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যত বার প্রয়োজন নবায়ান করতে পারেন। যাদের স্বাস্থ্য দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে এবং যাদের বৃদ্ধ বয়সে বীমার অযোগ্য হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের জন্য এ ধরণের বীমা পত্র বেশী প্রযোজ্য।

III. পরিবর্তন বা রুপান্তরযোগ্য সাময়িক বীমাপত্র (Convertible Term Policy): এ বীমাকে আজীবন বীমাপত্রে ব মেয়াদী বীমাপত্রে রূপান্তর করা যায় বলে নবায়ন যোগ্য সাময়িক বীমাপত্র বলা হয়। সাধারণত: শেষের দু বৎসর ব্যাতিত এ বীমা চালু অবস্থায় যে কোন সময় ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতিত সীমিত কিস্তি সম্মপ্ন জীবনবীমা পত্র অথবা মেয়াদী জীবন বীমাপত্রে রূপান্তর করা যায়, তবে এ ক্ষেত্রে যখন রূপান্তর করা হবে সে সময়ের নিয়ম অনুযায়ী বীমা কিস্তি নির্ধারণ করা হয় এবং বয়স অনুযায়ী উচ্চ হারে কিস্তি নির্ধারণ করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ ধরণের বীমা শুধু মাত্র প্রথম শ্রেণীর জীবনের জন্য এবং ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত এ বীমাপত্র ইস্যু করা হয়। ৪০ বৎসরের বেশী বয়স বা সামরিক বাহিনীত কর্মরত ব্যক্তি বা যে কোন বিপদজনক পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও মহিলাদের জন্য এ জাতীয় বীমাপত্র ইস্যু করা হয় না । এক্ষেত্রে বীমাপত্রের নূন্যতম মূল্য ৫,০০০ টাকা এবং তা ৫,৬,৭ বৎসর মেয়াদে ইস্যু করা হয়। এক্ষেত্রে কোন সমর্পন মূল্য, পরিশোধিত মূল্য বা রিবেটের কেন সুযোগ নেই। এ ধরণের বীমাপত্রে কিস্তির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

৩. মেয়াদী বীমা (Endowment Policy): এ বীমা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদী, এক বা একাধিক সুবিধাসহ মানুষের বহুমুখী সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে মেয়াদী বীমা প্রদান করা হয়। মেয়াদী বীমা অনেক প্রকার হতে পারে; যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ক) বিশুদ্ধ মেয়াদী বীমা পত্র (Pure Endowment Policy): বিশুদ্ধ মেয়াদী বীমাপত্রে বীমাকৃত ব্যক্তি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকলেই মাত্র বীমার দাবী পূরণ করা হয়। আর মেয়াদের মধ্যে মারা গেলে বীমার দাবী পূরণ করা হয় না। তবে, বীমাকারীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রদত্ত কিস্ড়ির টাকা ফেরত দিতেও পারে আবার নাও পারে।

এ বীমা সাময়িক বীমা পত্রের বিপরীত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, কারণ-

I. বিশুদ্ধ মেয়াদী বীমাপত্রের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকলেই মাত্র বীমার দাবী পূরণ করা হয়। পক্ষান্তরে সাময়িক বীমা পত্রে মেয়াদের মাধ্যে বীমা গ্রহীতা মারা গেলেই মাত্র বীমার দাবী পরিশোধ করা হয়।

II. বিশুদ্ধ মেয়াদী বীমাপত্রে বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান; আর সাময়িক বীমাপত্রে প্রতিরক্ষার বিশিষ্ট্য বিদ্যমান।

III. বিশুদ্ধ মেয়াদী বীমায় বীমাকৃত ব্যক্তি নিজে কল্যাণ লাভ করে; পক্ষান্তরে সময়িক বীমাপত্রে পরিবারের সদ্যস্যদের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

IV. বিশুদ্ধ মেয়াদী বীমা বেশীদিন বেঁচে থাকার ঝুঁকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বিধান করে; আর, সাময়িক বীমা অকাল মৃত্যুের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বিধান করে।

খ. সাধারণ মেয়াদী বীমা পত্র (Ordinary Endowment policy): সাধারণ মেয়াদী বীমাপত্রে চুক্তি অনুযায়ী বীমাকৃত ব্যক্তি বীমা সময়কালের মধ্যে মারা গেলে তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা বেঁচে থাকলে বীমাগ্রহীতাকে বীমা দাবীর অর্থ পরিশোধ করা হয়। তাই, এ বীমা সাময়িক বীমা ও বিশুদ্ধ মেয়াদী বীমা উভয় ধরনের বীমা পত্রের সুবিধা প্রদান করা হয়। অতএব, এ কথা বলা যায় যে, সাধারণ মেয়াদী বীমা পত্র প্রকৃত পক্ষে সামাজিক বীমা ও বিশুদ্ধ মেয়াদী বীমার যুক্তরূপ।

সাধারণ মেয়াদী বীমার সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

I. এ বীমায়বিনিয়োগ ও প্রতিরক্ষা উভয় সুবিধা বিরাজমান।
II. এ বীমার দ্বারা বৃদ্ধ বয়সে নিজের ও পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করে।
III. এ বীমা অকাল মৃত্যু ও দীর্ঘজীবন উভয় ঝুঁকি সমভাবে মোকাবেলা করে।
IV. এ বীমার মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে।
V. এ বীমার ফলে বৃদ্ধ বয়সে ছেলেমেয়ের লেখা পড়া, বিবাহাদি ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করে।

এ বীমাপত্রই সর্বোপেক্ষা বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আরও বলা যায় যে, সাধারণ মানুষ জীবন বীমা বলতে প্রধানত মেয়াদী বীমাপত্রকেই বুঝে থাকেন। তবে, সাধরণ নিয়ম অনুযায়ী সারা জীবন নির্দিষ্ট হারে ও নিয়মে বা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বা মৃত্যু পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক কিস্তি পরিশোধ করতে হয়।

গ. যৌথ-জীবন মেয়াদী বীমাপত্র (Joint Life Endowment Policy): এ বীমাপত্র একই বীমার অধীন একাধিক ব্যক্তি বীমা গ্রহণ করে থাকে। অর্থাৎ একটি বীমাপত্রে যৌথভাবে একধিক ব্যক্তি বীমা গ্রহণ করে, তাকে যৌথ জীবন মেয়াদী বীমাপত্র বলে। এ ধরণের বীমাতে বীমার মেয়াদ শেষ বা যেকোন একজন বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হালে বীমার দাবী পরিশোধ করা হয়; এবং বীমা কিস্ড়ি বীমাপত্রের মেয়াদ পর্যন্ত অথবা যেকন একজন বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বীমা কিস্তি প্রদান করতে হবে। সাধারণত: অংশীদরগণ এ ধরণের বীমা বেশী গ্রহণ করে থাকে। আবার দম্পতিরা এ বীমা গ্রহণ করতে পারে। মাঝে দম্পতিদের মধ্যে এ বীমাপত্রের প্রতি আগ্রহ কম দেখা দিলেও বর্তমানে আবার অগ্রহী হয়ে উঠছে।

ঘ. দ্বি-গুণ আর্থিক সুবিধাসম্পন্ন মেয়াদী বীমাপত্র (Double Ensowment Policy): এ বীমাপত্রে একজন বীমাগ্রহীতা মেয়াদের মধ্যে মারাগেলে স্বাভাবিক বীমাকৃত অর্থ পাবেন। আর যদি তিঁনি বীমার মেয়াদ শেষেও বেঁচে যান, তবে বীমকৃত অর্থের দ্বি-গুণ অর্থ পাবেন। এ বীমাপত্রে বীমার যেয়াদ পর্যন্ত বা বীমাকৃতের মৃত্যু পর্যন্ত কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। এধরণের বীমাপত্রের মেয়াদ ১০ থেকে ৪০ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে; তবে, ৬৫ বৎসরের বেশী কোন ব্যক্তিকে এ ধরনের বীমাপত্র ইস্যু করা হয় না।

ঙ. নির্ধারিত মেয়াদী বীমা পত্র (Fixed Term Endowment Policy): এ ধরনের বীমাপত্রের দাবী বীমার মেয়াদ শেষ হবার পর দেয়া হয়। যদি বীমার মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বে বীমাকৃত ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে বীমার কিস্তি আর প্রদান করাতে হয় না

এবং এ অবস্থায় বীমা পত্রটি চালু থাকে। তবে, বীমকৃত ব্যক্তির মনোনীত ব্যক্তিবর্গ মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে বাট্টা করে নিতে পারেন। এ ধরণের বীমা সাধারণত: মুনাফা বিহীন ভিত্তিতে ইস্যু করা হয়। এ বীমা প্রধানত মহিলা নির্ভরশীল সদস্যদের আর্থিক স্বচ্ছলতার নিমিত্তে করা হয়। যেমন কোন অবিবাহিতার বিয়ে উপলক্ষে অর্থ যোগান দেয়া।

চ. শিক্ষা বৃত্তি বীমা পত্র (Educational Endowment Policy): এ বীমাপত্রটি সন্তানদের শিক্ষার জন্য অর্থ যোগানের নিমিত্তে পিতা বা কোন অভিভাবক তাঁর নামে বীমা পত্র গ্রহণ করেন। যার নামেই বীমা করা হবে, তাকে ডাক্তারী পরীক্ষা করান হয়। আর যার কল্যাণে বীমা পত্র নেয়া হয় তাকে সুবিধা গ্রহীতা বা বৃত্তি প্রাপক বলা হয়। প্রধান বৈশিষ্ঠ্য হলো বীমার দাবী একত্রে প্রদান না করে ৫ বৎসর ব্যাপী সমান হারে অর্ধ বার্ষিক কিস্তিতে বীমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়।

ছ. ত্রি-সুবিধা বীমাপত্র (Triple Benefit Policy): এ ধরনের বীমাপত্র সীমিত কিস্তি সম্পন্ন আজীবন বীমা পত্র ও বিশুদ্ধ মেয়াদী বীমা পত্রের যুক্ত রূপ বলা যেতে পারে। তবে প্রদত্ত কিস্তির অর্থ ফেরতযোগ্য নয়। বীমার মেয়াদের পূর্বে বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার নির্ভিরশীলদের একটি নির্দিষ্ট হারে বীমা মেয়াদ পর্যন্ত বোনাস দেয়া হয়। বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু অথবা বীমার সময় পর্যন্ত কিস্তি প্রদান করতে হয়।

এ বীমা ১৫,২০,২৫ বৎসর মেয়াদের জন্য প্রদান করা হয়।
বীমাগ্রহীতার মেয়াদের মধ্যে মৃত্যু হলে নিম্নলিখিত সুবিধা দেয়া হয়:

১. নির্ভরশীলদের বীমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়;
২. নির্ধারিত হারে বোনাস প্রদান করা হয়;

নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত বীমাকৃত ব্যক্তি বেঁচে থাকলে নিম্নলিখিত সুবিধা দেয়া হয়:

১. মূল বীমাকৃত অর্থ নগদে দেয়া হয়;
২. বীমাকৃতের মৃত্যুও পর বীমাপত্রের সমান মূল্যের অর্থ পরিশোধ করা হয়;
৩. নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত বেঁচে থাকলে মূল বীমাকৃত অর্থ নগদে পরিশোধ করা হয়। বীমাকৃতের মৃত্যুর পরে বীমাপত্রের সমমূল্যের এটি পূর্ণ পরিশোধিত আজীবন বীমাপত্রের প্রদেয় পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হয়।

তবে, উপরের দুটি সুবিধার পরিবর্তে নিম্নলিখিত সুবিধাও দেয়া হয়:

১. বীমাকৃত অর্থের অধিক পরিমাণের অর্থ অথবা একটি পূর্ণ পরিশোধকৃত আজীবন বীমাপত্রের মূল্যের বর্ধিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। এর বিকল্প হিসেবে নতুন করে কোন ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না, তবে এ সুবিধা বীমাপত্রের মেয়াদ শেষ হবার তিন বছর আগেই উক্ত সুযোগ চাওয়া হয়। উপরোল্লেখিত ত্রি-বিধি সুবিধা পাবর কারণে এবীমাপত্র ত্রি-বিধ সুবিধা বীমাপত্র নামে পরিচিত।

জ. প্রত্যাশিত বীমা পত্র (Anticipated Endowment Policy): এ বীমাপত্রে বীমার মেয়াদের মধ্যে বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই বীমার একটি অংশ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে প্রদান করে; এবং অবশিষ্টাংশ মেয়াদ শেষে প্রদান করা হয়। তবে, মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই যদি বীমাকৃত ব্যক্তি মারা যায়, তবে পূর্বে প্রদত্ত অংশ বাদ না দিয়ে বীমাকৃত মোট টাকাই নির্ভরশীলদের দেয়া হয়। এ বীমাপত্র মুনাফা যুক্ত ও মুনাফা বিহীন দু ভাবেই ইস্যু করা হয়। এ বীমাপত্র ১০,২০,২৫ বৎসর মেয়াদে হতে পারবে।

ঝ. বহুমুখী উদ্দেশ্য সম্পন্ন বীমা পত্র (The Multipurpose Policy): এ শ্রেণীর বীমা একজন বীমাকারীর বহুবিধ প্রয়োজন মিটানর জন্য হয় বলে একে বহু উদ্দেশ্য জনিত বীমাপত্র বলা হয়। এ বীমাপত্র বৃদ্ধ বয়সের প্রয়োজন, বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুজনিত প্রয়োজন, সন্তানদের শিক্ষা, বিবাহ, জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ ইত্যাদি বহুমুখী উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এ বীমা করা হয়। সাধারণত: এ বীমাপত্র একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত বীমার কিস্ড়ি প্রদান করতে হয়।

এ বীমাপত্রের বীমার দাবী নিম্নলিখিতভাবে প্রদান করা হয়:

১. নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে মৃত্যুতে দাবী পরিশোধ (Payment on Death of the Insured Within the Term Period): বীমাকৃত ব্যক্তি বীমার মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে মারা গেলে উক্ত ব্যক্তির দাফন, মৃত্যু, পূর্ব অসুস্থতার চিকিৎসা এবং আইনগত খরচ মেটানোর জন্য মোট বীমাকৃত অর্থের ১০% তাৎক্ষনিকভাবে বীমাকৃতের মনোনিত ব্যক্তিকে দেয়া হয়।

মৃত্যুর পর পরিবারের খরচের জন্য বীমাকৃত অর্থেও ১% মাসিক খরচ হিসেবে মাসহারা প্রদান করা হয়।

বীমাকৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পর আর্থিক সচ্ছলতা মোকাবেলা করার জন্য মৃত্যুর পর থেকে ২ বৎসর পর্যন্ত মূল বীমাকৃত টাকার ১% অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়। মৃত্যুর পর ২ বৎসর বা তার কম সময় থাকলে মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথে ভাতা বন্ধ হয়ে যায়।

মেয়াদ শেষে বীমাকৃত টাকার ৯০% এর সাথে বোনাস যুক্ত করে বীমাকৃত ব্যক্তির নির্ভরশীল বা মনোনিত ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়।

২. বীমাকৃত ব্যক্তি বেঁচে থাকলে (If the Insured Survives up to the Selected Period): বীমাকৃত ব্যক্তি বেঁচে থাকলে নিম্নলিখিতভাবে বীমার দাবী পরিশোধ করা হয়;

I. মূল বীমাকৃত অর্থ এবং এটি মুনাফা যুক্ত বীমা পত্র হলে বকেয়া বোনাস নগদ পরিশোধ করা হয়; অথবা

II. সর্বোচ্চ ২৫ বছর পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বৃত্তি বা আজীবন বৃত্তি অথবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হয়; অথবা

III. বীমকৃতের মুত্যুতে মুনফা বিহীন পরিশোধিত বীমা পত্র প্রদান করা হয়।

এ ব্যতিত বীমা পত্রের বীমাকৃত ব্যক্তি বা বীমা গ্রহীতা বা তার প্রতিনিধি বাড়তি বীমা কিস্তি দান সাপেক্ষে নিচের এক বা সবগুলো সুবিধা ভোগ করতে পারে:

I. পিতার মৃত্যর পর একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক সন্তানকে লেখাপড়ার জন্য মাসিক নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদান;

II. কোন কন্যা সন্তানের বয়স ১৯ বৎসর না হবার পূর্বে মারা গেলে ১৯ বৎসর হবার পর প্রত্যেক মেয়েকে মূল বীমাকৃত অর্থের ১০% বিবাহ বাবদ প্রদান করা হয়।

III. পুত্র সন্তান প্রাপ্ত বয়সে পরিণত না হবার পূর্বে মারা গেলে প্রত্যেক পুত্র সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হবার সাথে সাথে বীমাকৃত আর্থের ১০% অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঞ. শিশুদের বিলম্বিত মেয়াদী বীমাপত্র (Cildren's Deffered Endowment Policy): অনেক সময় শিশুদের পিতামাতা অথবা অভিভাবক তাদের সন্তান বা নিকট আত্নীয়র জন্য বীমা করে থাকে। এ সব বীমায় সাধারণত প্রথম কয়েক বছর শিশুর অভিভাবক কিস্তি পরিশোধ করে, পরে শিশুরাই তাদের কিস্তি পরিশোধ করে থাকে। এ ধরনের বীমা পত্রের কিস্তি খুব কম বলে শিশুদের জন্য কিস্তি প্রদানে কোন অসুবিধা হয় না। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে উঠে এবং বীমা কিস্তিটি চালিয়ে গেলে বা পরবর্তীতে বন্ধ করা হলেও চুক্তির নিয়ম মত লেখা পড়া ও বিবাহের খরচ বাবদ অর্থ পেয়ে থাকে।

খ) কিস্তি পরিশোধ ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ (Classification Accroding to Premium Payment)

বীমা কিস্তি বা সেলামী পরিশোধের ভিত্তিতে বীমাপত্রকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১। একক কিস্তি সম্পন্ন বীমাপত্র ও ২। বর্ষিক বা সমভিত্তিক সম্পন্ন বীমাপত্র।

I. একক কিস্তি সম্পন্ন বীমা পত্র (Single Premium Policy): যে বীমাপত্রে একটি মাত্র কিস্ড়িপ্রদান করা হয়, তাকে একক কিস্তি বীমা বলা হয়। এতে এককালে আনেক টাকা দেয়া হলেও বর্ষিক কিস্তি র তুলনায় কমপরিমাণ অর্থ দিতে হয়। এ বীমা সাধারণত স্বল্প মেয়াদী বীমা পত্রের ক্ষেত্রে বেশী প্রচলিত আছে। মেয়াদী ও সাময়িক উভয় বীমার ক্ষেত্রেই একক কিস্তি বীমাপত্র প্রচলিত আছে। এক কালে অনেক টাকা দিতে হয় বলে যাদের অনেক অর্থ আছে তাদের পক্ষেই এ ধরনের বীমা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

II. বার্ষিক বা সমকিস্তি সম্পন্ন বীমা পত্র (Level Premium Policy): এ ধরনের বীমা পত্রে এককালীন কিস্তি না দিয়ে বরং বাৎসরিক বা সান্মাসিক, ত্রৈ-মাসিক, অথবা মাসিক সমহারে কিস্তি প্রদান করা হয়। এটা বর্ষিক কিস্তি বীমা বলার কারণ হলো মূলত বাৎসরিক কিস্তিতেই বীমার টাকা পরিশোধ করার কথা; তবে, বীমাগ্রহীতাদের সুবিধার জন্য ত্রৈ-মাসিক ও মাসিক কিস্তিতে নেয়া হয়। এ বীমাত্র মেয়াদ পর্যন্ত আবিরাম কিস্তি সম্পন্ন বীমা পত্র, অথবা সীমিত সমকিস্তি সম্পন্ন বীমা পত্র হিসেবেও শ্রেণী বিন্যাস করা যেতে পারে।

গ) মুনাফায় অংশগ্রহণ মোতাবেক শ্রেণীবিভাগ (Classification According to Participation in Profit):

বীমা কোম্পানীগুলো কিছু কিছু বীমাপত্রের উপর মুনাফা দেয়, আর কিছু কিছু বীমাপত্রে মুনাফা প্রদান করা হয় না। তাই মুনাফা প্রদানের দৃষ্টি কোন থেকে বীমাপত্রগুলোকে ২ টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা; মুনাফা বিহীন ও মুনাফা যুক্ত বীমা পত্র। নিম্নে এ দুটি বীমাপত্র সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হলো:

I. মুনাফা যুক্ত বা মুনাফায় অংশগ্রহণকারী বীমাপত্র (With Profit or Participation in Profit Life Policy): এ ধরণের বীমাপত্রে বীমা কোম্পানী লাভ করলে তার অংশ বীমা গ্রহীতা পেয়ে থাকেন। তবে, প্রতিবছর বোনাস পাবে এমন কথা

বলা যায় না। যে বৎসর লাভ হবে শুধু মাত্র সে বৎসরই মুনাফার অংশ বা বোনাস পাবে। তবে, লোকসান হলে লোকসান বীমা গ্রহীতা বহন করার কোন বিধান নেই। যেহেতু মুনাফার অংশ দেয়া হয়, তাই স্বাভাবিক ভাবেই অমুনাফাযুক্ত বীমাপত্র থেকে কিস্তির পরিমাণ বেশী হবে।

II. মুনাফাবিহীন বা অ-মুনাফা যুক্ত বীমাপত্র (Without Profit or Non Participating Policy): এ ধরনের বীমা পত্রে বীমা গ্রহীতাকে বীমাকারী মুনাফার কোন অংশ প্রদান করে না । শুধু মাত্র বীমাকৃত অর্থ পাবার অধিকারী। এ কারণেই মুনাফা যুক্ত বীমাপত্র থেকে অমুনাফাযুক্ত বীমাপত্র গ্রহীতাকে কম পরিমাণ কিস্তি পরিশোধ করতে হয়।

ঘ) বীমাগ্রহীতার সংখ্যা অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ (Classification According to the Number of Persons Insured):

বাস্তবে বেশীর ভাগ বীমাপত্রই এককভাবে নেয়া হয়। তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। অর্থাৎ একই বীমাপত্রে একধিক বীমাগ্রহীতা বীমা করে থাকেন। বীমাকৃতের সংখ্যা অনুযায়ী বীমাপত্রের শ্রেনীবিভাগ নিম্নে প্রদান করা হলো:

I. একক জীবন বীমাপত্র (Single Life Policy): যে বীমাপত্রের একজন মাত্র বীমাকৃত ব্যক্তি থাকে, তাকে একক জীবন বীমাপত্র বলা হয়। নিজের জীবনের উপর বা অন্যের জীবনের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকলে একক জীবন বীমাপত্র গ্রহণ করা যায়। ধরুণ, জনাব ফালু তার জীবনের জন্য ১টি ১০ বছর মেয়াদী বীমা গ্রহণ করল। এটি একটি একক জীবন বীমাপত্রের উদাহরণ।

II. বহু জীবন বীমা পত্র (Multiple Life Policy): যে বীমাপত্রে একের অধিক ব্যক্তি বীমা গ্রহণ করে, তাকে বহু জীবন বীমাপত্র বলা হয়। নিম্নে বহু জীবন বীমা পত্রের উপ-শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করা হলো:

ক. যৌথ জীবন বীমাপত্র (Joint Life Policy): যে বীমাপত্রে দুই বা ততধিক ব্যক্তি একত্রে বীমাপত্র গ্রহণ করে, তাকে যৌথ বীমাপত্র বলে। এ ধরনের বীমাকৃত যে কোন একজন ব্যক্তির মৃত্যু হলেই বীমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়। যৌথ জীবন বীমাপত্র সাধরণত দম্পত্তি ও আংশীারদের জন্য বেশী প্রয়োজ্য।

খ. শেষ উত্তর জীবী বীমাপত্র (Last Suprirorship Poliy): এক্ষেত্রেও দুয়ের অধিক ব্যক্তি একই বীমাপত্রের অধীনে বীমা পলিসি গ্রহণ করে থাকে এবং যৌথ বীমাকৃত ব্যক্তিদের শেষ ব্যক্তির মৃত্যর পর বীমা দাবী পরিশোধ করা হয়। যতক্ষন না সকল বীমাকৃত ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে, ততক্ষন পর্যন্ত বীমার দাবী পরিশোধ করা হয় না। এ ধরনের বীমার টাকা বীমাকৃত কোন ব্যক্তি নিজে ভোগ করার খুব কমই সুবিধা পায়।

ঙ) বীমাকৃত অর্থ পরিশোধের পদ্ধতি অনুসারে শ্রেণী বিভাগ
Classification According to the Method of Payment

বীমার দাবী বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরিশোধ করা হয়। বীমার দাবী পরিশোধের ভিত্তিতে বীমাপত্রের শ্রেণীবিন্যাস নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

I. থোক বীমাপত্র (Lum-Sum Policy): যে বীমাপত্রের বীমাকৃত ঘটনা ঘটার পর বীমাকৃত অর্থ এককালীন থোক আকারে পরিশোধ করা হয়, তাকে থোক বীমাপত্র বলা হয়। এ ধরনের পরিশোধই বেশী দেখা যায়।

II. কিস্তি বা বৃত্তি বীমাপত্র (Instalment or Annuity Policy): যে বীমাপত্রের দাবী অনেক দিন ধরে অনেকগুলো কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করা হয় তাকে কিস্ড়ি বীমাপত্র বলা হয়।

অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ (Others Classification)

১. প্রথমে হ্রাসকৃত কিস্তিযুক্ত বীমা পত্র (Early Reduced Premium Policy): এ ধরনের বীমাপত্রে প্রথম দিক বীমা কিস্তির পরিমাণ কম থাকে এবং পরবর্তীতে বীমা কিস্তির পরিমাণ বেশী হয়ে থাকে। যাদের কর্মজীবন মাত্র শুর্, আয় ও কম, তাদের জন্য এ ধরনের বীমা ব্যবস্থা বেশী প্রযোজ্য। পরে তাদের আয় অস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, তাই বেশী পরিমাণ কিস্তির টাকা পরিশোধে অসুবিধা হয় না।

২. উর্ধগতি কিস্তিযুক্ত বীমাপত্র (Progressive Premium Policy): এ বীমাপত্রে প্রতিবছর আস্তে আস্তে বীমা কিস্তির পরিমাণ বড়তে থাকে।

৩. গোষ্ঠী জীবন বীমাপত্র (Group Life Insurance Policy): এ বীমার ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদেরকে একটি বীমা চুক্তির অধীনে বীমা করা হয়, তকে গোষ্ঠী বীমা পত্র বলে। কোন কর্মচারী তার চাকুরী জীবনে মারা গেলে বীমাকৃত টাকা পায়, নতুবা কোন অর্থ পায় না। এতে প্রিমিয়ামের হার খুব কম। কর্মচারীর সংখ্যা বেশী হলে অলাদা অলাদা ডাক্তারী পরীক্ষায় না করে তাদের গড় বয়সের উপর প্রিমিয়াম ধার্য করা হয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে আরও কিছু বীমাপত্রের প্রচলন হয়েছে। যেমন জীবন বীমা কর্পোরেশন:

ক. পেনশন বীমা। খ. গ্রামীণ জীবন বীমা। গ. পারিবারিক নিরাপত্তা বীমা। ঘ. পারিবারিক পেনশন বীমা। ঙ. নিশ্চিত বোনাস মেয়াদী বীমা। চ. দ্বৈত নিরাপত্তা মেয়াদী বীমা। ছ. তিন কিস্তি বীমা। জ. বিবাহ বীমা ইত্যাদি। এছাড়া পোষ্ট অফিস পোস্টাল জীবন বীমা নামেও বীমা ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে।

পাঠ সংক্ষেপ: ৯.২

আজীবন বীমা পত্র (Whole Life Policy): এ বীমাপত্রে বীমাকৃত ব্যক্তি বেঁচে থাকা পর্যন্ত চালু থাকে। রূপান্তরযোগ্য আজীবন বীমা পত্র (Convertable Whole–Life Policy): এ বীমাপত্রের বীমা গ্রহীতাকে তার বীমার মর্যাদাকে পরিবর্তন করার একটি সুযোগ প্রদান করে থাকে। এ বীমাপত্রে বীমাগ্রহীতা ৫ বৎসর পর ইচ্ছা করলে মেয়াদী বীমায় রূপান্তর করতে পারেন। সাময়িক বীমা পত্র (Term Policy): সাময়িক বীমা পত্র ২ মাস থেকে ৭ বৎসর পর্যন্ত সময়ের জন্য হয়। মেয়াদী বীমা (Endowment Policy): এ বীমা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদী, এক বা একাধিক সুবিধাসহ মানুষের বহুমুখী সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে মেয়াদী বীমা প্রদান করা হয়। একটি বীমাপত্রে যৌথভাবে একধিক ব্যক্তি বীমা গ্রহণ করে, তাকে যৌথ জীবন মেয়াদী বীমাপত্র বলে। প্রত্যাশিত বীমা পত্র (Anticipated Endowment Policy): এ বীমাপত্রে বীমার মেয়াদের মধ্যে বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই বীমার একটি অংশ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে প্রদান করে; এবং অবশিষ্টাংশ মেয়াদ শেষে প্রদান করা হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে আরও কিছু বীমাপত্রের প্রচলন হয়েছে। যেমন জীবন বীমা কর্পোরেশন: ক. পেনশন বীমা। খ. গ্রামীণ জীবন বীমা। গ. পারিবারিক নিরাপত্তা বীমা। ঘ. পারিবারিক পেনশন বীমা। ঙ. নিশ্চিত বোনাস মেয়াদী বীমা। চ. দ্বৈত নিরাপত্তা মেয়াদী বীমা। ছ. তিন কিস্তি বীমা। জ. বিবাহ বীমা ইত্যাদি। এছাড়া পোষ্ট অফিস পোস্টাল জীবন বীমা নামেও বীমা ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন

১. কোন জীবন বীমাপত্রের সুবিধা পুষ্যরা ভোগ করেন?
   ক) আজীবন বীমাপত্র খ) সাময়িক জীবন বীমাপত্র
   গ) মেয়াদি বীমাপত্র ঘ) যৌথ বীমাপত্র

২. একটি বীমাপত্রে একাধিক ব্যক্তি বীমা গ্রহণ করলে তাকে কী বলে?
   ক) মেয়াদি বীমা খ) যৌথ বীমা
   গ) সাময়িক বীমাপত্র ঘ) আজীবন বীমা

৩. কোন বীমাপত্রে মৃত্যুর পূর্বেই প্রত্যাশিত অর্থের অংশ বিশেষ পরিশোধ করা হয়?
   ক) প্রত্যাশিত বীমাপত্র খ) শিক্ষাবৃত্তি বীমাপত্র
   গ) শিশুদের বিলাম্বিত বীমাপত্র ঘ) একক জীবন বীমাপত্র

পাঠ- ৩ দাবী পরিশোধ
Payment of Claim

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কি কি পরিস্থিতিতে বীমার দাবী উত্থাপন করা যায় তা বলতে পারবেন।
- বীমার দাবী উত্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ পত্র তৈরি করতে পারবেন।
- নিখোঁজ বীমা দাবী পরিশোধ বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দুর্ঘটনা বীমার ক্ষেত্রে দাবী পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন
- মৃত্যুহার পঞ্জির বৈশিষ্ট ও গঠন প্রক্রিয়া বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে জীবন বীমার সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বীমার দাবী উত্থাপন

বীমার উদ্দেশ্য হলো চুক্তি অনুযায়ী ঘটনা ঘটার পর বীমাকৃত ব্যক্তি বা তার মনোনিত ব্যক্তিকে বীমার দাবী অর্থৎ বীমাকৃত অর্থ পাওয়া। হয় বীমাকৃত ব্যক্তির বীমার মেয়াদ শেষে অথবা বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে বীমার দাবী করার উপযুক্ততা অর্জন করে। সাধারণত জীবন বীমার ক্ষেত্রে দুটি পরিস্থিতিতে বীমার দাবী উপস্থাপন করা হয়। যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. বীমার নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হলে অথবা বীমাগ্রহীতার নির্ধারিত সয়মায়ত্তীর্ণ হলে, বীমা চুক্তি পরিপক্ক হয়, তখন বীমা গ্রহীতা বীমা দাবী উপস্থাপন করতে পারে; এবং
২. আর যদি চুক্তির নির্ধারিত সময় পার হবার পূর্বেই বীমাগ্রহীতা বা বীমাকৃত ব্যক্তি মারা যায়, তখন বীমাকৃত অর্থ দাবীতে পরিণত হয় এবং বীমার দাবী উত্থাপন করা যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মেয়াদী বীমায় বীমাগ্রহীতার বীমার মেয়াদের মধ্যে মৃত্যু ঘটলে বীমার দাবী উপস্থাপনার জন্য পরিপক্ক হয়। কিন্তু, আজীবন বীমায় বীমাকৃত ব্যক্তি বা বীমা গ্রহীতার মৃত্যুর পরই বীমার দাবী পরিপক্ক হয়।

জীবন বীমার দাবী উত্থাপন অনেকটা নিশ্চিত ব্যাপার; তবে অন্যান্য বীমার ক্ষেত্রে শর্ত অনুযায়ী বীমার মেয়াদের মধ্যে ঘটনা ঘটলেই মাত্র বীমার দাবী পরিপক্ক হয়, নতুবা নয়।

জীবন বীমার দাবী উত্থাপন ও পরিশোধের ক্ষেত্রে বীমাকৃত ঘটনা ঘটার উপযুক্ত প্রমাণ বীমাকারীর নিকট দাখিল করতে হয়। বীমার দাবী উত্থাপন ও পরিশোধের জন্য যেসকল দলিল প্রমাণ দরকার তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. বয়স: বীমার দাবী উত্থাপনের জন্য বয়সের প্রমাণ পত্র প্রয়োজন হয়। বিশেষকরে বীমাগ্রহীতা বা বীমাকৃত ব্যক্তি যদি বীমার মেয়াদ কাল পর্যন্ত জীবিত থাকে, সেক্ষেত্রে বয়সের প্রমাণ দরকার হয়। সাধারণত: চুক্তি পত্রেই বয়স উলে- খ থাকে, তবে দাবী উত্থাপনের পূর্বে অথবা দাবী উত্থাপনের সময় বয়স দেয়া যেতে পারে। প্রকৃত বয়স উল্লেখিত বয়সের থেকে কম হলে প্রদত্ত কিস্তির অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেয়া হয়। আবার প্রকৃত বয়স বেশী হলে কম প্রদত্ত প্রিমিয়াম কেটে রাখা হয়। এধরনের জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে বীমা পরিপক্ক হবার পূর্বেই বয়সের ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা ভাল।

২. বীমা গ্রহীতার মৃত্যর ফলে বীমা দাবী পরিশোধের ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা মৃত্যুর প্রমাণস্বরুপ দলিল প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে হবে। এবং দাবীর অধিকার সম্পর্কেও উপযুক্ত প্রমাণ হাজির করতে হবে।

ক) বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর প্রমাণপত্র (Proof of Death of the Insured): বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর প্রমাণ সন্তোষজনক হবার জন্য নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ হতে হবে:

I. বীমা গ্রহীতা যে চিকিৎসকের অধীন চিকিৎসারত ছিল তার কতৃক মৃত সনদ পত্র;
II. স্থানীয় সংস্থা বা কতৃপক্ষের নিকট থেকে সংগৃহীত বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর প্রমাণ পত্র;
III. বীমাগ্রহীতার সাথে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত এবং তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন এমন কোন ব্যক্তি কতৃক প্রদত্ত প্রমাণ পত্র; এবং

IV. মৃত বীমাগ্রহীতার মৃত্যু পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতায় উপস্থিত ছিলেন এমন কোন দায়িত্বশীল বা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কতৃক প্রদত্ত প্রমাণ পত্র।

উপরোক্ত মৃত্যু কোন আত্মহত্যা বা কোন ষড়যন্ত্রমূলক মৃত্যু নয় বরং এটি ছিল একটি স্বাভাবিক মৃত্যু। তাহলে মৃত্যুর প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে এবং দাবীকৃত বীমার অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হবে।

খ) উত্তরাধিকারী সনদপত্র (Succession Certificate): বীমাগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে তার মনোনিত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীগণ বীমার টাকা পাবার অধিকারী। আবার বীমা গ্রহীতা তাঁর বীমার অর্থ কাউকে স্বত্ব হস্তান্তরও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে স্বত্ব নিয়োগী (Assignee) বীমার টাকা পবার অধিকার রাখে। বীমার স্বত্ব নিয়োগী অথবা বীমাগ্রহীতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী যে বা যারাই হউক না কেন, তাকে বা তাদেরকে সে দাবীর স্বপক্ষে জেলা জজ আদালত থেকে উত্তরাধিকার প্রমাণপত্র সংগ্রহ করে বীমাকারীর নিকট জমা দিতে হবে। যেক্ষেত্রে একাধিক দাবীদার থাকে এবং তাদের মধ্যে অধিকার ভাগ নিয়ে জটিলতা থাকে, সেক্ষেত্রে বীমাকারী জেলা জজ আদালতে বীমাকৃত অর্থ পরিশোধ করে দেন। সেখান থেকে দাবীদারদের ন্যায্য অংশ আইন অনুযায়ী বন্টন করে দেয়া হয়।বীমা দাবীর সাথে বয়স ও মৃত্যুর প্রমাণ, উত্তরাধিকারী প্রমাণপত্র এবং পাশাপাশি মূল জীবন বীমাপত্রটি দাখিল করতে হবে। যদি বীমাপত্রটি পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে ভাল করে খোজার পরামর্শ দেয়া এবং কোথাও কোন বন্ধক রেখেছে কিনা তা অনুসন্ধান করার ব্যবস্থা করা । তবে, যদি তার পরেও মূল বীমাপত্র পাওয়া না যায়, তবে পত্রিকায় হারানো বিজ্ঞপ্তি দেবার পর যদি এ বিষয়ে কেউ কোন দাবী না করলে মৃত বীমাপত্রের অনুলিপি ইস্যু করা হয়। এক্ষেত্রে দাবীদারদের নিকট থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকারনামা রেখে মূল বীমা পত্রের অনুলিপি ইস্যু করে বীমার দাবী পরিশোধ করা হয়।

আরও দুটি বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে । যথা: নিখোঁজ বীমাগ্রহীতার বীমা দাবী এবং দুর্ঘটনা বীমার দাবী। নিচে এদুটি অবস্থায় বীমার দাবী সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

I. নিখোঁজ বীমা গ্রহীতার বীমাদাবী (Claim for Mising Insured): কোন কারণে কোন বীমাগ্রহীতা নিখোঁজ বা নিরুদ্দেশ হয় তাহলে বীমার দাবী পরিশোধের জটিলতা দেখা দেয়, ও অন্তড়ায় সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে যে নিয়মটি অনুসরণ করা হয় তাহলো যদি কোন ব্যক্তি কোন আত্নীয় স্বজনের জানা শেষ ঠিকানা থেকে সবার অগোচরে সাত বছর বা তার অধিক কাল ধরে নিখোঁজ থাকে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাকে জীবিত অবস্থায় দেখেছে এমন কোন প্রমাণ না পাওয়া যায় তাহলে, তার ৭ বছর অতিবহিত হবার পর দিন থেকে তাকে মৃত বলে গণ্য করা হয়। এ বিষয়ে জেলা আদালতে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করতে পারলে তার পরিত্যাক্ত সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনের আদেশ প্রদান করেন। আর যদি কোন নিখোঁজ ব্যক্তির বীমাকৃত টাকার দাবীদার বা দাবীদারগণ আদালতের এরূপ কোন আবেদন দাখিল করেন, তাহলে সে মোতাবেক বীমার দাবী পরিশোধ করা হবে। তবে, এ ক্ষেত্রেও বীমার টাকা গ্রহণকরীদের নিকট থেকে নিখোঁজ বীমা গ্রহীতা ফেরত এলে সমুদয় টাকা ফেরত দেবার অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করে টাকা প্রদান করা উচিত। নতুবা নিখোঁজ ব্যক্তি ফিরে এসে নতুন করে জঠিলতা দেখা দিবে। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিখোঁজ হওয়া মানুষ ১২/১৪ বছর পর বিভিন্ন বন্ধী শিবির থেকে মুক্তির পর বাড়ী ফিরে আসে।

II. দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বীমার দাবী (Claim in Accident Insurance): দুর্ঘটনায় কোন বীমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে তা তাৎক্ষনিকভাবে বীমাকারীকে জানাতে হবে। যদি দুর্ঘটনায় বীমাগ্রহীতার মৃত্যু হয়, সেক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বীমার নিয়ম অনুযায়ী বীমাকৃত মৃত ব্যক্তির বীমা দাবি পরিশোধ করতে হবে। সেক্ষেত্রে মৃত্যুের কারণ বা নিকটতম কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়। তার জন্য পুলিশ রিপোর্ট ও ময়না তদন্তের রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি সাধারণত: জীবন বীমার দাবী উত্থাপনের সময় যে সকল দলিল প্রমাণাদী জমা দিতে হয়, সাথে তাও দিতে হবে। সকল দলিল পত্র জমা দেবার পর বীমাকারী যদি বীমার টাকা পরিশোধ করা কর্তব্য বলে মনে করেন; তবে, বীমার দাবী পরিশোধ করে দিবেন।

বীমাকারী ইচ্ছা করলে যেখানে বীমাগ্রহীতা চিকিৎসা নিচ্ছেন (হাসপাতাল বা ক্লিনিক) তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে বীমাগ্রহীতার প্রয়োজনীয় খরচ বহন করতে পারে। আবার চিকিৎসা ব্যয় নগদেও পরিশোধ করতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যয়ের ভাউচার দাখিল করতে হবে।

কিভাবে বীমার টাকা পরিশোধ করা যায়

নিম্নলিখিত যে কোনভাবে বীমার দাবী পরিশোধ করা যায়:

১. বীমাকৃত অর্থের পুরো টাকা নগদে পরিশোধ করা যায়;

২. বীমার সুদ কয়েকটি কিস্তিতে এবং পুরো টাকা নগদে পরিশোধ করা যায়;
৩. বীমার মোট টাকা কয়েকটি বর্ষিক সমান কিস্তিতে পরিশোধ করা যায়;
৪. বীমাাকৃত অর্থ সুদসহ সমান কিস্ড়িতে কয়েক বছর ধারে পরিশোধ করা যায়; এবং
৫. বীমাকৃত অর্থ বর্ষিক বৃত্তি আকারে পরিশোধ করা যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, জীবন বীমাদাবী উপস্থাপন ও আদায় করতে বীমার দাবীদারকে যে সকল বিবৃতি ও প্রমাণ পত্র বীমাকরীর নিকট পেশ করতে হয়, তার প্রত্যেকটির জন্যই বীমা কোম্পানীগুলো মুদ্রিত ফর্ম সরবারহ করে থাকে। এ নির্ধারিত ফর্মের মধ্যমেই সকল দাবী ও বিবৃতিগুালো বীমাকারীর নিকট উপস্থাপন করতে হয়।

মৃত্যুহার পঞ্জি (Mortality Table): বীমা ব্যবসায়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট বয়:ক্রম মানুষের মধ্যে মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। এছাড়া বীমা ব্যবসা পরিচালনা করা দূরূহ হয়ে পড়বে। বলাযায়, যে তালিকার মধ্যমে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে মৃত্যুহার কি হবে তা সম্পর্কে ধারণা করা যায় তাকে মৃত্যুহার পঞ্জি বা তালিকা বলে।

এম, এন মিশ্রর মতে, "মৃত্যুরহার পঞ্জি হলো এমন একটি তথ্য পঞ্জি যা অতীতে মৃত হারকে সমন্বিতকরে এবং তা এমন পন্থায় উপস্থাপন করা হয় যাতে ভবিষ্যৎ তথ্যাদির ধারা নির্ধারনে ব্যবহৃত হতে পারে"।

পরিশেষ বলা যায় যে, মৃত্যুহার পঞ্জি হলো এমন একটি তালিকা যা নির্দিষ্ট বয়:ক্রমে বীমাকৃত ব্যক্তিদের বর্ষিক মৃত্যুরহার নির্ধারণ তালিকা যার মাধ্যমে একই বয়:ক্রমে ভবিষ্যতে মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা করার একটি হতিয়ার। জীবন বীমার মৃত্যুহার শতকরা হিসেবে না করে প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার কে বুঝায়।

মৃত্যুহার পঞ্জির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Mortality Table)

মৃত্যুহার পঞ্জির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. কোন নির্দিষ্ট বয়সের জনগোষ্ঠীর উপর পর্যবেক্ষণ (Observation on a Particular Age –Under Persons): মৃত্যুহার পঞ্জির মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট বয়সের মানব গোষ্ঠির উপর পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এ পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চলে। এর মধ্যে কাউকে বাদ বা কাউকে যোগ করা হয় না।

২. বার্ষিক নির্ণয় (Yearly Estimation): মৃত্যুহার পঞ্জির মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট বয়সের জনগোষ্ঠির বার্ষিক জীবিত ও মৃত্যুরহার নির্ণয় করা হয়।

৩. মৃতের ও জীবিতের হার সম্পর্কে ধারণা পেতে ব্যবহৃত হয় (Ways to Assume the Mortality and Survival Rate): মৃত্যুহার পঞ্জি একটি নির্দিষ্ট বয়:ক্রমের মানুষের বার্ষিক মৃত্যুর হার ও জীবিতের হার ধারণা থেকেই এটা প্রস্তুত করা হয়। প্রতিবছর শুরুতে লোকের সংখ্যা এক বছর শেষে মৃত্যুর সংখ্যা এভাবে কমতে কমতে এক সময় জীবিতের সংখ্যা শূন্যের কোটায় চালে আসে। এ সময় পর্যন্ত এ পর্যবেক্ষণ চলতে থাকে।

৪. হাজারে হার নির্ধারণ (Rate Per Thousend): জীবন বীমার হার নির্ধারণ হয় প্রতি হাজারে। যেমন মৃত্যুর হার ১২ এর অর্থ হলো প্রতি ১০০০এ বার জন লোক বছরে মারা যায়।

৫. কোন নির্দিষ্ট বয়ক্রমে এর শুরু (It Strats From a Specefic Age Point): মৃত্যু হার জীবিতের হার নির্ণয়ের জন্য নির্দিষ্ট কোন বয়ক্রম থেকে পর্যবেক্ষণ শুরুকরে ঐ শ্রেণীর বয়সের সকল মানুষ মারা যাওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ চলে।

মৃত্যুহার পঞ্জির প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Mortality Table)

মৃত্যুহার পঞ্জি তৈরীর পেছোনে আনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হলো:

১. ইহা মৃত্যুর হার সম্পর্কে ধারণা দেয়: মৃত্যুহার পঞ্জি কোন একটা নির্দিষ্ট বয়সের একদল জনগোষ্ঠীর মৃত্যু ও জীবিতের হার সম্পর্কে তথ্য প্রদন করে। এই মৃত্যু হারের উপর ভিত্তি করেই জীবন বীমার ঝুঁকি নির্ধারণ করা হয়।

২. ঝুঁকি পরিমাপে সাহায্য করা (Helps in Measuring Risk): মৃত্যুহার পঞ্জি থেকে মৃত্যুর হার সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায়, যা ঝুঁকি পরিমাপে সাহায্য করে। এ থেকে কোন বয়সের মৃত্যু হার কত, কোন্ এলাকার মৃত্যু হার কত তা জানা যায় ফলে ঝুঁকি পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

৩. বীমা কিস্তি নির্ধারণে সহায্য করে (Helpes in Determining Premium): বীমা চুক্তির জন্য প্রিমিয়াম নির্ধারণ অপরিহার্য; তা না হলে বীমা চুক্তি সম্ভব নয়। মৃত্যুহার পঞ্জি থেকে মৃত্যুর হার জানা যায়, মৃত্যু হার থেকে আবার ঝুঁকি নিরূপণ করা যায়- ঝুঁকি থেকে কিস্তি নির্ধারণ করা হয়। তাই মৃত্যুহার পঞ্জি বীমার কিস্তি বা প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণে সহায়তা করে।

৪. সঠিক পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে (Helps in Taking Proper Planing and Decision Making): মৃত্যুহার পঞ্জি থেকে সঠিক ঝুঁকি পরিমাপ করা যায় বলে কোন ঝুঁকি গ্রহণ করা হবে, হলে কি কিস্তিতে করা হবে, কত পরিমান ঝুঁকি গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে অনুমানের উপর নির্ভরশীলতা থাকে না।

৫. সময় সংক্ষেপ ও ব্যায় হ্রাস করে: মৃত্যুহার পঞ্জি থাকার ফলে সিদ্ধান্ত নিতে কম সময় ব্যায় হয় ও ব্যায় কমে যায়। কারণ হাতে রেডিমেট তথ্য থাকার ফলে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য অতিরিক্ত সময় ও ব্যয় সংকোচন হয়।

৬. কর্মধারায় নিরবিচ্ছন্নতা থাকে (Maintaining Continuaty): মৃত্যুহার পঞ্জি থাকার ফলে দ্রুত র্নিদ্বিধায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে বীমার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া যায়।

৭. চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা (Heleps in Making a Contract): মৃত্যুহার পঞ্জি প্রস্তত থাকার ফলে ঝুঁকি ও মৃত্যুর হার সম্পর্কে উপস্থিত ধারণা থাকার জন্য প্রস্তাবিত বীমাগ্রহীতার বয়স অনুসারে চুক্তি সম্পাদন অনেক সহজ হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বীমা কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে পরিচালনা করতে মৃত্যুহার পঞ্জি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

মৃত্যুহার পঞ্জির গঠন (Construction Of Mortality Table)

মৃত্যুহার পঞ্জি গঠনের সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হলো একটি বড় সংখ্যক লোকের একটি নির্দিষ্ট বয়সের ভিত্তি নির্বাচন করা। নির্ধারিত একটি বয়সের লোকদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, প্রতিবছর তা থেকে কতজন লোক মৃত্যুবরণ করে এবং কতজন বেঁচে থাকে। এ পর্যবেক্ষণে যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে। এটা বাস্তবে অসম্ভব ব্যাপার। কারণ একটি নির্দিষ্ট বয়সে অনেক লোককে নির্বাচন করা কঠিন কাজ, সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব নয়, এতে অনেক সময় ও অর্থের প্রয়োজন হয়।

এ সকল অসুবিধাগুলো দূর করতে প্রতিবছর মৃত্যু হার পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেক বছরই নতুন নতুন নমুনায়ন নেয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেক বয়সের লোক সংখ্যা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং প্রতিটি বয়সের কত সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করে তা রের্কড করা হয়। মৃত্যুর সংখ্যা দ্বারা একই বয়সের জীবিতের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে সংশ্লিষ্ট বয়সের মৃত্যুহার বের হয়ে যায়।

নিম্নে একটি মৃত্যুহার পঞ্জির উদাহরণ দেওয়া হলো।

বয়স	জীবিতের সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা	মৃত্যুর হার	জীবিতের হার
২০	১,০০,০০০	২,০০	০.০০২	০.৯৯৮
২১	৯৯,৮০০	৩০০	০.০০৩	০.৯৯৭
২২	৯৯,৫০০	৪০০	০.০০৪	০.৯৯৬

মৃত্যুহার পঞ্জির নমুনা

মৃত্যুহার তথ্যের উৎসসমূহ
Source of Mortality Information

কোন মৃত্যুহার পঞ্জি তৈরী করার জন্য প্রতিটি বয়সের অনেক জীবিত ব্যক্তি এবং প্রতি বয়সের একই সময়ে মৃত্যুর সংখ্যা প্রয়োজন হয়। এভাবে তৈরী করা উচিত যাতে অতীত অভিজ্ঞতা যথাসম্ভব প্রতিফলন ঘটে। তাই মৃত্যুহার পঞ্জির সংখ্যাগুলো যথাসম্ভব সঠিক হতে হবে এবং যা অনেক সংখ্যক লোকের উপর ভিত্তি করে হতে হবে। মৃত্যু হার পঞ্জির তৈরীর তথ্য গুলো নেয়া হয়: (১) জন পরিসংখ্যান (Population Statistics) এবং বীমা কারীদের রেকর্ড থেকে।

১। জন পরিসংখ্যান (Population Statistics)

বীমাকারীগণ জীবিতের সংখ্যা আদমসুমারির রেকর্ড থেকে এবং মৃত্যুর সংখ্যা পায় মিউনিসিপ্যাল অথবা অন্যান্য মৃত্যুর রেকর্ড থেকে। জন পরিসংখ্যান কত সংখ্যক লোক কত বয়সে মারা গিয়েছে, এথেকে বছরের শুরুতে একই বয়সের কত লোক আছে এবং বছর শেষে উক্ত বয়সে কতজন মারা গেছে। এভিত্তিতে মৃত্যুহার পঞ্জি তৈরি সহজ ও সঠিক হয় না।

সমালোচনা

মৃত্যুহার পঞ্জির তথ্যের উৎস হিসেবে জনপরিসংখ্যানিক তথ্য সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। তবে, যখন বীমাকারীর কোন অভিজ্ঞতা না থাকে, সেক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। মৃত্যুহার পঞ্জি তৈরীর ক্ষেত্রে জন পরিসংখ্যাণিক তথ্যের নিম্ন লিখিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

১. জন পরিসংখ্যানের তথ্যের ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়; কারণ এক্ষেত্রে বয়স প্রমাণের সুযোগ থাকে না। অনেকে বিভিন্ন কারণে বয়স বেশী বা কম ধার্য করে থাকে। আবার কখনো বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা তাদের বয়স সম্পর্কে সম্পর্ণ অবগত থাকে না।

২. আবার অনেক মৃত্যুর কোন রেকর্ড থাকে না। কোন নির্দিষ্ট বয়সে কত জন লোক মারা যায় তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা কষ্ট হয়।

৩. আদমশুমারী সাধারণত ১০ বছর পর পর হয়ে থাকে বিধায় সম্প্রতি কালের তথ্য পাওয়া যায় না। আবার কোন আদমশুমারী কালে অস্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারে যা নিরপেক্ষতার জন্য অন্তরায়।

৪. অন্তক্ষেপণ ও বহিক্ষেপণ সংযুক্ত থাকে বলে স্বাভাবিকভাবে সঠিক সংখ্যা জানা যায় না।

৫. আদমশুমারীর সকল বয়সের মানুষের পরিসংখ্যান দেয়। কিন্তু, বীমাকারীর প্রয়োজন শুধু বীমাযোগ্য ব্যক্তির পরিসংখ্যান। আবার আর্দশ ঝুঁকি ও বেশী ঝুঁকির লোকদের আলাদা পরিসংখ্যান প্রয়োজন, যা জন পরিসংখ্যান দিতে ব্যার্থ।

উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতার জন্য জন পরিসংখানিক তথ্য বীমাকরীদের জন্য খুব বেশী কাজে আসে না।

বীমাকারীদের রেকর্ড (Records of Insurers)

বীমাকরীরা সঠিক মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক পরিসংখ্যান দিতে পারে; কারণ তরা মৃত্যুর সঠিক রেকর্ড রাখে। কোন মৃত্যুই রেকর্ড ব্যতিত থাকে না, তাই কতজন কোন বয়সের কত লোক মৃত্যুবরণ করছে আর কতজন বেঁচে থাকছে তার রেকর্ড রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক বীমাকারীর নিজ প্রেয়োজনে মৃত্যু হার রেকর্ড করে। এ ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের রেকর্ড নেয়া হয় এবং অস্বাভাবিক বছরকে নমুনা থেকে বাদ দেয়া হয়। তাই আদর্শ ঝুঁকি ও আদর্শ ঝুঁকির থেকে বেশী ঝুঁকি, মহিলা ও পুরুষের জন্য পৃথক রেকর্ড রাখা হয়। সকল বীমাকারীর রেকর্ড থেকে বছর ভিত্তিক জিবীত ও মৃত্যুরহার রেকর্ড রাখা হয়। মৃত্যু হার বের করার জন্য নিম্নলিখিত ফর্মূলা ব্যবহার করা হয়।

$$\text{মৃত্যুর হার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরের মৃত্যুর সংখ্যা}}{\text{বছরের শুরুতে জীবিতদের সংখ্যা}}$$

$$\text{i,e Death rate is} = \frac{\text{No. of death during the year}}{\text{No. of Living at the beginning of the year}}$$

পাঠ সংক্ষেপ: ৯.৩

বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর প্রমাণ সন্তোষজনক হবার জন্য নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ হতে হবে:

I. বীমা গ্রহীতা যে চিকিৎসকের অধীন চিকিৎসারত ছিল তার কতৃক মৃত সনদ পত্র;
II. স্থানীয় সংস্থা বা কতৃপক্ষের নিকট থেকে সংগৃহীত বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর প্রমাণ পত্র;
III. বীমাগ্রহীতার সাথে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত এবং তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন এমন কোন ব্যক্তি কতৃক প্রদত্ত প্রমাণ পত্র; এবং

“মৃত্যুরহার পঞ্জি হলো এমন একটি তথ্য পঞ্জি যা অতীতে মৃত হারকে সমন্বিতকরে এবং তা এমন পন্থায় উপস্থাপন করা হয় যাতে ভবিষ্যৎ তথ্যাদির ধারা নির্ধারনে ব্যবহৃত হতে পারে”। বীমাকরীরা সঠিক মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক পরিসংখ্যান দিতে পারে; কারণ তরা মৃত্যুর সঠিক রেকর্ড রাখে। কোন মৃত্যুই রেকর্ড ব্যতিত থাকে না, তাই কতজন কোন বয়সের কত লোক মৃত্যুবরণ করছে আর কতজন বেঁচে থাকছে তার রেকর্ড রাখা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. কোনটি মৃত্যুর প্রমানপত্রের অন্ড়্গাত নয়?
   ক) চিকিৎসকের মৃত্যু প্রমাণপত্র
   খ) স্থানীয় সংস্থার মৃত্যুর প্রমাণপত্র
   গ) বীমা কোম্পানীর নির্ধারিত ব্যক্তি থেকে মৃত্যুর প্রমাণপত্র
   ঘ) আত্নীয় কর্তৃক প্রমাণপত্র

২. মৃত্যু ব্যক্তির বীমাদাবীর জন্য কোন দলিল বেশী প্রয়োজন?
   ক) উত্তরাধিকার বীমাপত্র
   খ) দুর্ঘটনার প্রমাণপত্র
   গ) মৃত্যুহার পঞ্জী
   ঘ) কোনটি নয়

৩. অতীত মৃত্যুহার রেকর্ড রাখে তাকে কী বলে?
   ক) মৃত্যুহার পঞ্জি
   খ) মৃতব্যাক্তির সম্পত্তির বিবরণ
   গ) মৃতব্যক্তির ইতিকথা
   ঘ) মৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকা

পাঠ- ৪ কিস্তি নির্ধারণ
Calculation of Premium

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে অপনি–

- ☞ নীট একক কিস্তি হিসাব করার পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ নীট এককালীন কিস্তির হার নির্ধারণের পূর্বানুমানসমূহ লিখতে পারবেন।
- ☞ টাকার বর্তমান মূল্য কিভাবে হিসাব করা হয় তা বলতে পারবেন।
- ☞ বিভিন্ন ধরনের বীমা প্রিমিয়াম নির্ধারণ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

প্রিমিয়াম দু'ধরনের, যথা ১। নীট প্রিমিয়াম ২। মোট প্রিমিয়াম। এগুলোকে আরো দুটি উপ ভাগে ভাগ করা যায়; যথা: (ক) একক প্রিমিয়াম (খ) সমহার প্রিমিয়াম। নীট প্রিমিয়াম মৃত্যুহার ও সুদের হারের উপর নির্ভর করে; পক্ষান্তরে মোট প্রিমিয়াম নির্ভর করে মৃত্যু হার, সুদের হার, বীমা সংক্রান্ত খরচ এবং প্রদত্ত বোনাস। একক প্রিমিয়াম এর ক্ষেত্রে এককালীন থোক হিসেবে টাকা প্রদান করে; আর সমহার প্রিমিয়ামের ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে অনেকগুলো কিস্তির মাধ্যমে প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। সমহারে কিস্তি বাৎসরিক, ষান্মাসিক, তৈ-মাসিক ও মাসিকও হতে পারে। প্রথমে নীট প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয় এবং এর উপর ভিত্তি করে অন্যান্য প্রিমিয়াম প্রস্তুত করা হয়।

নীট একক প্রিমিয়াম (Net Single Premium)

নীট প্রিমিয়াম বলতে প্রিমিয়ামের সে অংশকে বোঝায় যা বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে অথবা বীমা চুক্তির মেয়াদ পার হবার পর বীমা দাবী পরিশোধ করতে প্রয়োজন নীট কিস্তিরসাথে নির্দিষ্ট হারে সুদ যোগ করা হয়; কিন্তু নীট কিস্তিরসাথে অন্যান্য খরচ ও লভ্যাংশ যুক্ত করা হয় না। তার জন্য মোট কিস্তি ধার্য করা থাকে না ।

নীট একক কিস্ড়ি নির্ধারণের পদক্ষেপ
Steps for Calculation of Net Single Premium

নীট একক কিস্তি নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হয়:

১. প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে কি কি পরিস্থিতে বীমার দাবী উত্থাপাতি হয়;
   ক) মৃত্যু, খ) বেঁচে থাকা, গ) অথবা উভয়ই
২. বীমার দাবী কখন পরিাশোধ করতে হবে তা নির্ধারণ: ক) শুরুতে খ) মেয়াদ শেষে গ) অথবা বছর বা মেয়াদের মধ্যে।
৩. বীমাগ্রহীতা বা বীমাকৃতের সংখ্যা নির্ধারণ করা।
৪. বীমাপত্রের মেয়াদ কত হবে তা নির্ধারণ করা।
৫. প্রতিবছর সম্ভব্য বীমা দাবীর সংখ্যা নির্ধারণ করা।
৬. যত বছরের সুদের প্রশ্ন জড়িত তা নিরূপণ করা ও এক টাকার বর্তমান মূল্য বের করা।
৭. ভবিষ্যতে প্রতি বছর বীমা দাবীর বর্তমান মূল্য নিরূপন করা।
৮. ভবিষ্যতে মোট বীমা দাবীর বর্তমান মূল্য বেরকরা।
৯. নীট একক প্রিমিয়াম বের করা। এদের মোট দাবীর মোট মূল্যকে মোট বীমাকারীর সংখ্যা দ্বারা ভাগকরলে নীট একক প্রিমিয়াম বের হবে।

নীট একক কিস্ড়ির হার নির্ধারণে পূর্বানুমানসমূহ
Assumptions Underlying Rate Computation

নীট একক কিস্ড়ি নির্ধারণের সময় পূর্ব থেকেই কতগুলো চলককে সমঅবস্থান ধরে নেয়া হয় এবং বীমার কিস্তি নির্ধারণে এসকল চলকগুলো পরিবর্তন হলে তা পরবর্তীতে সমন্বয় করতে হয়। তাই নীট একক কিস্তি নির্ধারণের সময় যে সকল উপাদান পূর্ব থেকেই বিবেচনা করতে হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. যতগুলো বীমাপত্র ইস্যু করা হয় তত জন বীমাগ্রহীতা ধরা হয়। অর্থৎ বীমা পত্রের সংখ্যা যত বীমা গ্রহীতার সংখ্যা তত।
২. ডকস্তির টাকা অগ্রিম নেয়া অথবা বীমাচুক্তির শুরুতে কিস্তি সংগৃহীত হয়।
৩. সংগৃহীত সকল অর্থ অর্জিত অবিলম্বে বিনিয়োগ করা হয় এবং বীমা দাবী পূরণ করার প্রয়োজনের পূর্বে উক্ত টাকা বিনিয়োগকৃত থাকে।
৪. বীমাকারী একটি নির্দিষ্ট হারে বিনিয়োগের উপর সুদ পায়। সুদের হার ধরার ক্ষেত্রে সংরক্ষনশীল নীতি অনুসরণ করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে সুদের হার কমে গেলেও তা মোকাবেলা করা যায় ।
৫. কোন সুদ, লভ্যাংশ বা অন্যকোনভাবে কোন আয়ও পূন:আয়ের জন্য বিনিয়োগ করা হয়।
৬. মৃত্যু হার, মৃত্যুহার পঞ্জিতে উল্লেখিত হারের মতই থাকবে এবং তা সারা বছর ধরে একই হারে বন্টন হবে।
৭. কোন নির্দিষ্ট ধরণের বীমা পত্রই সম অর্থের হবে। যেমন, ৫,০০০ টাকার সব বীমা পত্রের বীমাকৃত অর্থ ৫,০০০ টাকা মূল্যের।
৮. সকল বীমা দাবীই বীমা মেয়াদ শেষে পরিশোধিত হবে।
৯. উপরোক্ত ধারণাসমূহ বাস্তবে কার্যকর নাও হতে পারে, তবে এগুলো প্রিমিয়াম হিসাব করার ব্যাপারে নি:সন্দেহে সহায়তা করে থাকে।

নীট একক প্রিমিয়াম নির্ধারণ

Calculation of Net Single Premium

নিম্নে বিভিন্ন বীমা পত্রের একক কিস্তি নির্ধরণ বর্ণনা করা হলো:

সাময়িক বীমা

এটা একটি স্বল্প মেয়াদী বীমা ব্যবস্থা; যেখানে, বীমার সময়ের মধ্যে বীমাগ্রহীতার মৃত্যু হলেই শুধুমাত্র দাবী পরিশোধ করতে হয়। আর বীমার মেয়াদ শেষে যারা বেঁচে থাকবে তারা কিছুই পাবে না। এক্ষেত্রে বীমা কিস্তির টাকা অগ্রিম নেওয়া হয় এবং কেউ বীমামেয়াদের পর বেঁচে থাকলে কিস্তির টাকা ফেরত দেওয়া হয় না। তাই, বীমার শুরুতেই একত্রে একবছরে থোক হিসেবে বীমার প্রিমিয়াম দিতে হয়। বীমা মেয়াদের মধ্যে যখন কেউ মারা যায়, তখন বীমার দাবী পরিশোধ করা হয়। তাই, প্রত্যেক বছর সম্ভাব্য সংখ্যা এবং প্রত্যেক বছরে সম্ভাব্য বীমার দাবীর বর্তমান মূল্য হিসাব করা হয়। কারণ, যেকোন সময় যে কেউ মৃত্যুবরণ করতে পারবে এবং মৃত্যু হলে তার বীমার দাবী পরিশোধ করতে হবে। এ বীমা সাধারণত ২,৫,৭ বছরের জন্য হয়ে থাকে। ধরুণ ৫ বছর সময়ের জন্য একটি সাময়িক বীমাপত্র গ্রহণ করাহলো। সুদের হার ধরাহলো ৩% এবং মৃত্যু হার ১৯৫৩-৫৪ মৃত্যু হার নীতি অনুসারে হবে। এবং বীমা কারীদের বয়স ৪০ বৎসর, প্রতিটি বীমাকৃত মূল্য ১,০০০ টাকা।

টেবিল -১

১৯৫৩-৫৪ সালের পাচ্য অভিজ্ঞতার মৃত্যু হার তালিকা

বয়স	জীবিত বীমা গ্রহীতার সংখ্যা	বার্ষিক মৃত্যুর সংখ্যা	হাজার প্রতি মৃত্যুর হার
৪০	৯৬,৪৬৩	২৭৩	২.৮৩
৪১	৯৬,১৯০	৩০২	৩.১৪
৪২	৯৫,৮৮৮	৩৯৬	৩.৫০
৪৩	৯৫,৫৫২	৩৭৫	৩.৯২
৪৪	৯৫,১৭৭	৪১৮	৪.৩৯
৪৫	৯৪৭৫৯	৪৬৭	৪.৩৯

(উপরের তথ্য সময়িক বীমার নীট কিস্তি বের কররা জন্য ৩% হারে ১ টাকার বর্তমান মূল্য বের করতে হবে।)

প্রতিবছরে জন্য একক কিস্তি বের করতে হবে।

মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি জনের বীমার দাবীর পরিমান এক টকার বর্তমান মূল্য= বীমাদাবীর বর্তমান মূল্য।

টেবেল-২

৫ বৎসর মেয়াদী বীমার নীট একক প্রিমিয়াম

বছর ১	বয়স ২	জীবিতের সংখ্যা ৩	মৃত্যুর সংখ্যা ৪	প্রতিজন মৃত্যুর দাবীর পরিমান ৫	১ টাকার বর্তমান মূল্য ৬	দাবীর বর্তমান মূল্য ৪X৫X৬
১	৪০	৯৬,৪৬৩	২৭৩	১,০০০	০.৯৭১	২,৬৫,০৮৩
২	৪১	৯৬,১৯০	৩০২	১,০০০	০.৯৪৩	২,৮৪,৭৮৬
৩	৪২	৯৫,৮৮৮	৩৩৬	১,০০০	০.৯৬৫	৩,০৭,৪৪০
৪	৪৩	৯৫,৫৫২	৩৭৫	১,০০০	০.৮৮৪	৩,৩৩,০০০
৫	৪৪	৯৫,১৭৭	৪১৮	১,০০০	০.৮৬৩	৩,৬০৭৩৪

সকল দাবীর মোট বর্তমান মূল্য = ১৫,৫১,০৪৩ টাকা

$$\text{প্রতি বীমাপত্রে একক বীমা কিস্তি} = \frac{\text{সকল বীমাদাবীর মোট বর্তমান মূল্য}}{\text{মোট বীমাকারীর সংখ্যা}}$$

$$= \frac{15,51,043}{96,463} = 16.079 = 16.08$$

১ টাকার বর্তমান মূল্য বের করার সূত্র হলো $P = \frac{S}{(1+i)^n}$

P = Present value of money, S = Sum amount of which present value will be calculated n = Year of which present value is to be calculated.

Present value of Tk 1 at the rate of 3% is as follows:

১ম বছর	০.৯৭১
২য় বছর	০.৯৪৩
৩য় বছর	০.৯১৬
৪র্থ বছর	০.৮৮৮
৫ম বছর	০.৮৬৩

Example

Calculate net single premium for five years endowment insurance Policy at the age of 40 years for tk10,000 from the folliwing information:

Mortality table

Year	No Likes at a risk	No of death during the period
1	10,000	30
2	9970	36
3	9935	40
4	9896	45
5	9850	50

Present value at Tk 1@ 3% is

1st Year	0.971
2nd Year	0.943
3rd Year	0.915
4th Year	0.888
5th Year	0.863

Soluation:

Table Showing the Net Single Premium

Year	No. of Persons Living	No. of Death each Year	Death Claim	Present value of tk 1	Present value of death claim per year
1	10,000	30	3,00,000	0.971	2,91,300
2	9,970	35	3,50,000	0.943	3,30,050
3	9,935	40	4,00,000	0.915	3,66,000
4	9,895	45	4,50,000	0.888	3,99,600
5	9,850	50	5,00,000	0.863	4,31,500

Present value of total death claim = tk 18,18,450
No. of living at the end of 5th year = 9850-50 = 9,800
Total claim of living persons = 9,800X10,000 = 9,80,00000
Present value of living persons = 9,80,00000 X0.863 = Tk 8,45,74,000
Total claim = Death claim + Living claim = 18,18,450+ 8,45,4700

= 8,63,92,450

$$\text{Net single premium} = \frac{\text{Present value of total claims}}{\text{Total no of insured}} = \frac{8,63,9245}{10,000}$$

= 8,639.245

Net single premium = Tk 8, 639.25

পাঠ সংক্ষেপ: ৯.৪

নীট প্রিমিয়াম বলতে প্রিমিয়ামের সে অংশকে বোঝায় যা বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে অথবা বীমা চুক্তির মেয়াদ পার হবার পর বীমা দাবী পরিশোধ করতে প্রয়োজন নীট কিস্তিরসাথে নির্দিষ্ট হারে সুদ যোগ করা হয়; কিন্তু নীট কিস্তিরসাথে অন্যান্য খরচ ও লভ্যাংশ যুক্ত করা হয় না। তার জন্য মোট কিস্তি ধার্য করা থাকে না । নীট একক কিস্তি নির্ধারণের সময় পূর্ব থেকেই কতগুলো চলককে সমঅবস্থান ধরে নেয়া হয় এবং বীমার কিস্তি নির্ধারণে এসকল চলকগুলো পরিবর্তন হলে তা পরবর্তীতে সমন্বয় করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.৪

১. নীট প্রিমিয়ামের সংজ্ঞা দিন।
২. মোট প্রিমিয়ামের সংজ্ঞা দিন।
৩. বীমা কিস্তির বিবরণ দিন।

পাঠ- ৫ বৃত্তি ব্যবস্থা
Annuity

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ বৃত্তি ব্যবস্থার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- ☞ বৃত্তি ব্যবস্থা কাদের জন্য উপযোগী, তা বলতে পারবেন।
- ☞ বিভিন্ন বৃত্তি ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।
- ☞ বৃত্তি ব্যবস্থা ও বীমার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।
- ☞ বৃত্তি ব্যবস্থা কেন করা হয়, তা বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বৃত্তি ব্যবস্থার সংজ্ঞা

ইংরেজী Annuity শব্দটির অভিধানি অর্থ বার্ষিক বৃত্তি। এ ব্যবস্থার নিয়মই হলো বীমাকারী কতৃক বীমা গ্রহীতাকে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করা। কিন্তু, পরবর্তীতে গ্রাহকদের সুবিধার্থে ষাণ্মাসিক, তৈ-মাসিক এমনকি মাসিক নির্দিষ্ট হারে বৃত্তি প্রদান করে থাকে।

বিশেষ করে পাশ্চ্যতের কোন কোন বৃদ্ধ ও বয়স্ক লোকদের শেষ জীবন নির্বাহ করত গীর্জা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে; এবং তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দান করে দিতেন। অনেকের ধারণা, এ প্রথা থেকেই কালক্রমে বৃত্তি ব্যবস্থার কার্যক্রম চালু হয়।

কোন ব্যক্তির অকাল মৃত্যু হলে, যেমন পরনির্ভরশীল হয় তার পরিবার, তেমনি বেশী বয়সে বেঁচে থাকলেও অনেক সময় অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় আর্থিকভাবে। বিশেষত: যখন কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, আর তাঁর কোন রোজগার না থাকে, আর সামর্থও না থাকে তবে তার বিপদের সীমা থাকে না। তাই, বীমাকোম্পানীর সাথে এমন চুক্তি করে যাতে একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর বেঁচে থাকলে তাঁকে আমরণ আর্থিক সহায়তা করতে থাকে। আর, তার জন্য বীমাকারীকে এককালীন প্রিমিয়াম হিসেবে অর্থ প্রদান করে থাকে। এটাই মূলত বর্ষিক বৃত্তি ব্যবস্থা।

নিম্নে বৃত্তির কয়েকটি সংজ্ঞা দেয়া হলো:

R.S. Shorma এর মতে ÒA life annuity may be defined as a contract by which the insurance company agrees in consideration of a certain payment or payments pay to the beneficary, a fixed regular income during a given status."

অর্থাৎ "জীবন বীমা বৃত্তি বলতে এমন একটি চুক্তিকে বোঝায় যেখানে- কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রতিদানের বিনিময়ে বীমা কোম্পানী বৃত্তি গ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধে সম্মত হয়।"

এম, এন, মিশ্রর মতে, ÒAn annuity is periodical level payment made in exchange of the purchase money for the reminder of the life time of a person or for a specified period."

অর্থৎ বর্ষিক বৃত্তি হলো ক্রয় মূল্যের বিনিময়ে কোন ব্যক্তির জীবনের অবশিষ্ট্য সময়ের জন্য বা কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ড় নির্দিষ্ট সমান্তরালে সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা"।

পরিশেষে বলা যায় যে, আর্থিক বৃত্তি হলো বীমা কোম্পানীর সাথে বীমা গ্রহীতার একটি চুক্তি যাতে বীমা গ্রহীতা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের বিনিময়ে বীমা কোম্পানী বৃত্তি গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট সমান্তরাল হারে মৃত্যু পর্যন্ত অথবা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

যাদের জন্য বৃত্তি ব্যবস্থা প্রযোজ্য

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের জন্য বার্ষিক বৃত্তি ব্যবস্থা প্রযোজ্য:

১. যারা বৃদ্ধ বয়সে নিজের জীবনে আর্থিক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি মনে করেন।
২. যারা নিজেরাই নিজেদের সম্পদ ভোগ করে যেতে চান।
৩. পারিবারিক সঞ্চিতির তোয়াক্কা করেন না।
৪. অপেক্ষাকৃত বেহিসেবী হয়ে থাকলে।
৫. যাদের অনেক নগদ টাকা আছে।

বৃত্তির শ্রেণীবিভাগ

Classification of Annuity

বৃত্তির বিভন্ন ধরন রয়েছে। বৃত্তি ব্যবস্থার প্রকারভেদ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. তাৎক্ষনিক বৃত্তি (Immediate Annuity): তাৎক্ষণিক বৃত্তি ব্যবস্থায় বৃত্তি ক্রয় মূল্য পরিশোধের পরপরই ভাতা প্রদান কার্যকর হয়। এক্ষেত্রে একত্রে ক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হয়। ধরুন, জনাব জহির একটি তাৎক্ষনিক বৃত্তি ক্রয় করলেন। চুক্তি অনুযায়ী মাসিক হারে বৃত্তি পাবেন। এক্ষেত্রে চুক্তি হবার পরের মাস থেকেই বৃত্তি প্রদান শুরু হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত প্রদান চালু থাকবে। এ ধরনের বৃত্তি ব্যবস্থার সর্বনিম্ন কোন বয়স সীমা থাকে না। তাই বৃত্তির ভাতা ব্যবস্থা চালুর অল্প দিনের মধ্যে কেউ মারা গেলে বৃত্তি প্রদান বন্ধ হয়, তাতে বৃত্তিগ্রহীতার লোকসান হয়। ফলে এ ধরনের বৃত্তি ব্যবস্থা তেমন জনপ্রিয় নয়।

২. বিলম্বিত বৃত্তি (Deffered Annuity): এ ধরনের বৃত্তির বেলায় বৃত্তি ক্রয়ের সাথে সাথে ভাতা প্রদান শুরু না হয়ে একটি নির্দিষ্ট তারিখ বা সময় সীমা পার হবার পর থেক বৃত্তির ভাতা প্রদান শুর“ হয়। এক্ষেত্রে বৃত্তির কিস্ড়ি একবারে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিস্তিতে প্রদান করার সুযোগ রয়েছে।

৩. প্রতিশ্রুতি বৃত্তি (Gaurunteed Annuity): এ ধরনের বৃত্তি ব্যবস্থায় আজীবন ভাতা ভোগের পাশাপাশি নূন্যতম অংশ পর্যন্ত ভাতা পাবার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। ধরুণ, মিঃ জহির একটি প্রতিশ্রুতি বৃত্তি ক্রয় করলেন যার শর্ত হলো অন্তত ১০ বৎসর পর্যন্ত নির্দিষ্ট হারে তিনি বা তার কোন মনোনিত ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান করা হবে। তিনি ৫ বছর ভাতা পাবার পর মারা গেলেন। সেক্ষেত্রে আর ৫ বছর পর্যন্ত তার মনোনিত ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান করা হবে। এতে অল্প কাল ভাতা ভোগ করলে বৃত্তির ক্রয় মূল্যের একটা অংশ লোকসান হবার সম্ভাবনা থাকে না; এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। তবে, এ প্রকার বৃত্তি ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন পরিমাণ পর্যন্ত ভাতার নিশ্চয়তা থাকে বলে বৃত্তির ক্রয় মূল্যও তুলনামূলকভাবে বেশী হয়।

৪. একক জীবন বৃত্তি (Single Life Annuity): এ ধরণের বৃত্তি ব্যবস্থায় ভাতা ভোগ কারীর সংখ্যা একজন। তার মৃত্যুর সাথে সাথে ভাতা প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত ভাতা পেতে থাকেন। তবে, যাদের কোন নির্ভরশীল নেই এবং যারা তাদের অর্জিত সম্পদ সম্পূর্ণভাবে নিজেরাই ভোগ করতে আগ্রহী, তাদের ক্ষেত্রে এ বৃত্তি ব্যবস্থা উত্তম।

৫. যৌথ জীবন বৃত্তি (Joint Life Annuity): একের অধিক ব্যক্তি যখন যৌথ জীবন- কাল পর্যন্ত নিয়মিত ভাতা ভোগ করার নিশ্চয়তা সম্পন্ন বৃত্তিকে যৌথ জীবন বৃত্তি বালা হয়। এ ক্ষেত্রে যৌথ জীবনের মধ্যে যে কারো মৃত্যুর পর থেকে ভাতা প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়। এ বৃত্তি ব্যবস্থাও তেমন জনপ্রিয় নয়।

৬. যৌথজীবন ও উত্তর জীবী বৃত্তি (Joint Life and Survivor Annuity): এ ধরনের বৃত্তি ব্যবস্থায়ও একাধিক জীবনের উপর বৃত্তি ক্রয় করা হয় এবং যৌথভাবে ভাতা ভোগ করে। তবে, এক্ষেত্রে একজনের মৃত্যুতে ভাতা প্রদান বন্ধ হয় না বরং শেষ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত ভাতা প্রদান করা হয়। তবে, ভাতার পরিমাণ আনুপাতিক হারে কমিয়ে দেয়া হয়।

৭. সাময়িক বৃত্তি (Temporary Annuity): এ বীমা ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অথবা মেয়াদের মাধ্যে বৃত্তি ভোগকারীর মৃত্যু হলে ভাতা প্রদান বন্ধ করা হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় পরও যদি বৃত্তি গ্রহীতা মারা না যায় তবে ঐ সময় পার

হবার পর বৃত্তি প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। তবে, এতে বৃত্তির মূল দর্শন সম্পূর্ণ ব্যহত হয়। কারণ বৃত্তি ব্যবস্থা তার পারিপান্থী। তাই, বীমাকারীগণ সাধারণত: এ ধরনের বৃত্তি ইস্যু করে না ।

৮. ভাবীস্বত্ব বিশিষ্ট বৃত্তি (Reversonary Annuity): এ ধরণের বৃত্তি ব্যবস্থায় কোন একব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর বেঁচে থাকলে তিনি আমরণ ভাতা ভোগ করবেন। তবে প্রস্ড্রবিত ভাতাভোগী যদি আগে মারা যায় তবে কোন টাকা ফেরত দেয়া হয় না। এ ধরণের বৃত্তির ক্রয়মূল্য এককালীন বা নির্দিষ্ট কিস্ড়িতে আদায় করা হয়। এ ধরনের বৃত্তি সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর জন্য ক্রয় করে থাকে। কারণ স্বামী, স্ত্রীর পূর্বে মৃত্যু হলে যে অর্থিক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি থাকে তা থেকে রেহাই পাবর জন্য এ ধরনের বৃত্তি উপযোগী।

৯. নির্দিষ্ট বৃত্তি (Annuity Certain): এ ধরনের বৃত্তি ব্যবস্থায় কোন সুনির্দিষ্ট সময় কাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট হারে বাৎসরিক, ষাণ্মাসিক, তৈ-মাসিক বা মাসিক ভাতা প্রদান করা হয়। এ ভাতা কোন ব্যক্তির জীবনের উপর নির্ভরশীল নয়। ক্রয় মূল্যের সাথে মুনাফা যোগ করে ভাতা প্রদান করা হয়। এ বৃত্তি ব্যবস্থা সাধরণত: ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার খরচ বহন করার জন্য নেয়া হয়ে থাকে।

বীমা ও বৃত্তির মধ্যে পার্থক্য

Defference Between Insuarance and Annuity

বীমাচুক্তি ও বৃত্তির মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করা যায়:

১. কিস্তি প্রদানের ধরন (Mode of Premium Payment): বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণত অনেকগুলো কিস্তি প্রদান করতে হয়। পক্ষান্তরে, বৃত্তি চুক্তির ক্ষেত্রে একবার মাত্র কিস্তি প্রদান করতে হয়।

২. বীমাদাবী ও বৃত্তি প্রদানের ধরন (Mode of Paying Claim and Annuity): বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে বীমার দাবী সাধরণত: এবাররেই প্রদান করা হয়; পক্ষান্তরে, বৃত্তি চুক্তির ক্ষেত্রে ভাতা সাধারণত: বার বার প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩. দ্রুত ও বিলম্বিত মৃত্যুর ঝুঁকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা (Protection Against Early and Late Death): অন্যান্য জীবন বীমার ক্ষেত্রে বিশষত: আজীবন বীমার ক্ষেত্রে দ্রুত মৃত্যুর ঝুঁকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার কাজ করে; অপর পক্ষে, বৃত্তি ব্যবস্থা বেশী জীবন বা বিলম্বিত মৃত্যুর ঝুঁকির বিরুদ্ধে একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

৪. বীমাদাবী বা বৃত্তি প্রদানের সময় (Times of Paying Claim or Annuity): বৃত্তি গ্রহীতার মৃত্যুতে সাধারণত: ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু, বেশীর ভাগ জীবন বীমার ক্ষেত্রেই সাধারণত: বীমা গ্রহীতার মৃত্যুর পরই বীমা দাবী পরিশোধ করা হয়।

৫. কল্যাণ (Welfare): অন্যান্য জীবন বীমা সাধারণত: অন্যের জীবনের কল্যাণের জন্য করা হয়। অপর দিকে, বৃত্তি ব্যবস্থা প্রধানত: নিজ জীবনের কল্যাণের জন্যই করা হয়।

৬. মৃত্যু বা জীবিতের হার নির্ণয় (Determination of Death or Living Rate): বীমা চুক্তিতে প্রিমিয়াম নির্ধারণের জন্য মৃত্যুর হার বের করা হয়। আর বৃত্তি চুক্তির ক্ষেত্রে জীবিতের হার বের করা হয়।

৭. তহবিল গঠন (Accumulation of Fund): জীবন বীমা চুক্তির পর থেকে ক্রমশ তহবিল বৃদ্ধি করে; আর, বৃত্তি চুক্তির ক্ষেত্রে ভাতা প্রদানের ফলে ক্রমশ:তহবিল কমতে থাকে।

৮. কিস্তি বা বৃত্তি হিসাবের ভিত্তি (Basis of Calculation of Premium or Annuity): বীমা চুক্তিতে মৃত্যু হারের উপর কিস্তির পরিমাণ নির্ভর করে। পক্ষান্তরে, বৃত্তি চুক্তিতে বেঁচে থাকার হারের উপর নির্ভর করে বৃত্তির হার নির্ধরণ হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বীমা চুক্তি ও বৃত্তি চুক্তির মধ্যে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে। জীবন বীমা মূলত অকাল মৃত্যুর বিপরীতে প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে, পক্ষান্তরে বৃত্তি ব্যবস্থা প্রধানত: বেশী দিন বঁচার ঝুঁকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে।

বৃত্তি ব্যবস্থা করার কারণ? (Causse of Annuity Contract)

বৃত্তি ব্যবস্থায় বর্তমান উন্নত বিশ্বে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আমাদের দেশেও দিন দিন বৃত্তি ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। বৃত্তি ব্যবস্থা সাধারণত: ধনীরা করে থাকে। বৃত্তি চুক্তি করার পেছনে বহুবিধ সুবিধা আছে বলে মানুষ আগ্রহী হচ্ছে। নিম্নে বৃত্তি চুক্তি করার কারণ বর্ণনা করা হলো:

১. বৃত্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক সচ্চলতা নিশ্চিত করে।
২. বৃত্তির সুফল বৃত্তি গ্রহীতা নিজে সরাসরি ভোগ করতে পারেন।
৩. বৃত্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন মানুষের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।
৪. যারা দীর্ঘ জীবন পান, তাদের জন্য বৃত্তি ব্যবস্থা একটি প্রতিরক্ষা হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।
৫. এ ব্যবস্থায় সাধারণত: একবারেই টাকা পরিশোধ করতে হয় বলে ঝামেলা কম।
৬. এ ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যগত পরীক্ষা বা পেশাগত কোন প্রশ্ন তুলা হয় না।
৭. যাদের অনেক সম্পদ আছে এবং তারা নিজেরাই তাদের সম্পদ ভোগ করে যেতে চান, অন্যদের জন্য রেখে যেতে চান না, তাদের জন্য বৃত্তি ব্যবস্থা খুবই উপযোগী।
৮. যারা অপেক্ষাকৃত বেহিসেবী তাদের জন্য বৃত্তি ব্যবস্থা খুবই উপযোগী। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সঞ্চয় গড়ে উঠে তা আজীবন কাজে লাগে।

বৃত্তি ব্যবস্থা বৃদ্ধ বয়সে স্বস্তি, নিশ্চয়তা ও স্বচ্চলতা আনায়ন করে। তাই, যারা দীর্ঘয়ু পেয়ে থাকেন, তাদের জন্য এটা বড় বন্ধু হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশে জীবন বীমার সমস্যাসমূহ

Problems of Life Insurance in Bangladesh

বাংলাদেশের জীবন বীমা বেশ পূরণ হলেও নানাবিধ সমস্যায় নিপতিত আছে। যেমন বিশেষ করে দেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর সকল বীমা কোম্পানীগুলো জাতীয়তাকরণ করে প্রথম পঁচটি করর্পোরেশন ও পরবর্তীতে ২ টি কর্পোরেশনে পরিণত করা হয় এবং বহু দিন পর্যন্ত ব্যক্তি মালিকানায় বীমা ব্যবস্থা চালু ছিল না। আর তদানিন্তন পূর্ব পকিস্ড়ানের বীমা ব্যবসায়ী বেশীর ভাগই তদানিন্তন পশ্চিম পকিস্তানী হবার ফলে দেশ বিভাগের পর তারা চলে যাওয়ায় একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়। আস্তে আস্তে সে শুন্যতা কাটিয়ে তুলার চেষ্টা চালালেও এখনও অন্যান্য বীমার ন্যয় জীবন বীমারও কিছু সমস্যা রয়েছে যা নিচে তুলে ধরা হলো:

১. পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক সমস্যা: হঠাৎ করে দেশ বিভাগের পর সকল বীমাকে জাতীয়করণ করার ফলে অভিজ্ঞতার অভাবে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পরিকল্পনা ও দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুললে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়।

২. ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের সমস্যা: নতুন কাঠামোর মধ্যে নতুন পরিকাল্পনা ও নীতিমালার মধ্যে বীমার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন পরিচলনায় বেশ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

৩. উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব: বীমা কার্য পরিচালনার জন্য প্রচুর জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয়। কিন্তু, আমাদের দেশে বীমা ব্যবস্থাপনার উপর যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে বীমার জন্য একটি মাত্র বীমা একাডেমী আছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

৪. ঘন ঘন রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও অস্থিতিশীলতা: দেশ স্বাধীন হবার পর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব ও ঘন ঘন পট পরিবর্তন জীবন বীমা ব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছে।

৫. বীমপত্র গ্রহাকদের দাবী মিটানোর জটিলতা: বীমার দাবী মিটাতে বীমা কোম্পানীগুলোর দ্বারা অনেকেই অহেতুক ঝামেলা ও হয়রানীর স্বীকার হায়ে থাকে। সুষ্ঠু নিয়ম কানুনের অনুসরণ করা হয় না, ফলে জীবন বীমা গ্রহাকগণ আগ্রহ হরিয়ে ফেলেন।

৬. জনসাধারণের আস্থাশীলতার অভাব: জীবন বীমা ব্যবস্থায় আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে এখনও সুপরিচিত হয়ে না উঠার কারণেও বিভিন্ন ভোগান্তির কারণে জীবন বীমার উপর আস্থার অভাব রয়েছে।

৭. প্রাচীন পন্থা: উন্নত বিশ্বে জীবন বীমার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নত পদ্ধিতি ব্যবহৃত হয় কিন্তু, বাস্তব সত্য হলো আমাদের দেশে এখনও বীমা ব্যবস্থা অতি প্রাচীন, যার ফলে জীবন বীমার উন্নয়নে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

৮. আন্তরিকতার অভাব: আমাদের দেশে নৈতিক অবক্ষয় রয়েছে। আর বীমা একটি চূড়ান্ত বিশ্বাসের চুক্তি যা পরস্পর বিরোধী। আমাদের দেশে বীমা ব্যবসায়ের যথেষ্ট সততার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে; যার ফলে, বীমাকারীদের অপ্রত্যাসিত ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯. দক্ষ লোকের অভাব: এখনও আমাদের দেশে বীমা ব্যবসায়ে দক্ষ ও যোগ্য লোক স্বাচ্ছন্দে বীমা পেশাকে গ্রহণ না করায় বীমা ব্যবসায়ে সব পর্যায়ে প্রয়োজনীয় দক্ষ ও যোগ্য লোকের অভাব পরিলক্ষিত হয় যা জীবন বীমা ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য।

১০. ধর্মীয় অনুভূতি: এদেশের ৯০ ভাগ লোকই প্রায় মুসলমান। প্রচলিত জীবন বীমা একটি সুদভিত্তিক কারবার যা মুসলিম বিশ্বাসের পরিপন্থি। তাই অনেকেই প্রচলিত জীবন বীমা ব্যবস্থার অধীন বীমা করতে অনাগ্রহ।

১১. সুষ্ঠু আইনের অভাব: উন্নত সকল দেশেই প্রায় জীবন বীমা বাধ্যতামূলক হবার কারণে জীবন বীমা ব্যবসা প্রসার লাভ করেছে। আমাদের দেশের মটরযান বীমা করা বাধ্যতামূলক। জীবন বীমার ক্ষেত্রেও এধরনের আইনের অভাবে জীবন বীমার উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।

১২. সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থান: দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে বীমা ব্যবসায়েরও নিবিড় সম্পর্ক আছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না হওয়া অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্বেও জীবন বীমা পলিসি গ্রহণ করতে পারে না। কারণ, জীবন বীমা পলিসি ব্যয় বহুলও বটে।

১৩. জনগণের সচেতনতার অভাব: আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই অসচেতন; তার ফলে, বীমা সম্পর্কে অনেকেরই তেমন ধারণা নেই, ফলে জীবন বীমা গ্রহণের জন্য জনসাধারণের আগ্রহ কম।

পরিশেষে বলা যায় যে, যদিও বাংলাদেশের জীবন বীমা ব্যবস্থায় যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে, তবুও এ সকল সম্যসা মোকাবেলা করে জীবন বীমা ব্যবস্থা অনেক সমৃদ্ধির দিকে আসছে। বিশেষ করে, ব্যক্তি মালিকানায় জীবন বীমা ব্যবস্থা চালু করার পর প্রতিযোগীতা বেড়ে যাচ্ছে; এবং গ্রহাক পূর্বের তুলনায় বেশী সেবা পাচ্ছে। যাতে, জীবন বীমা দিন দিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। পাশাপাশি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা চালুর ফলে বৃহৎ একটা জনগোষ্ঠীও জীবন বীমার দিকে এগিয়ে আসছে। এটা বিশ্বাস করা যায় যে, ভবিষ্যতে জীবন বীমা অনেক সমস্যা কাটিয়ে সমৃদ্ধির দিকে যাবে।

পাঠ সংক্ষেপ: ৯.৫

"জীবন বীমা বৃত্তি বলতে এমন একটি চুক্তিকে বোঝায় যেখানে- কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রতিদানের বিনিময়ে বীমা কোম্পানী বৃত্তি গ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধে সম্মত হয়।" তাৎক্ষণিক বৃত্তি ব্যবস্থায় বৃত্তি ক্রয় মূল্য পরিশোধের পরপরই ভাতা প্রদান কার্যকর হয়। এক্ষেত্রে একত্রে ক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হয়। সাময়িক বৃত্তি (Temporary Annuity): এ বীমা ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অথবা মেয়াদের মাধ্যে বৃত্তি ভোগকারীর মৃত্যু হলে ভাতা প্রদান বন্ধ করা হয়।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৯.১

১. ক ২. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৯.২

১. ক ২. খ ৩. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৯.৩

১. ঘ ২. ক ৩. ক

প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জীবন বীমার সংজ্ঞা দিন।
২. জীবন বীমার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?
৩. কোন পলিসি কাদের জন্য প্রযোজ্য বলে আপনি মনে করেন।
৪. কখন বীমার দাবী উত্থাপন করা হয়?
৫. নিখোঁজ বীমাগ্রহীতার দাবীপূরণ কিভাবে করা হয়?
৬. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনায় বীমার দাবী পরিশোধের নিয়ম কি?
৭. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে?
৮. মৃত্যুহার পঞ্জির গুরুত্ব কি?
৯. বৃত্তি ব্যবস্থা কি?
১০. বৃত্তি ব্যবস্থা কাদের জন্য প্রযোজ্য?
১১. কেন বৃত্তি ক্রয় করা হয়?
১২. প্রিমিয়াম নির্ধরণের পদক্ষেপগুলো কি কি।
১৩. জীবন বীমার শ্রেণীবিভাগের বিভিন্ন ভিত্তিগুলো কি কি?
১৪. মেয়াদী বীমা কাদের জন্য প্রযোজ্য?

রচনা মূলক প্রশ্ন

১. ক) জীবন বীমার ধারণা ও বিশেষ উপানগুলো বর্ণনা করুন।
   খ) জীবন বীমার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
   গ) মেয়াদী বীমার শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করুন।
২. ক) মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে?
   খ) মৃত্যুহার পঞ্জির বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
   গ) মৃত্যুহার পঞ্জি কিভাবে গঠন করা হয়?
৩. ক) জীবন বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণের পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করুন।
   খ) জীবন বীমা প্রিমিয়াম হিসাব করার পদ্ধতি নির্ধারণ করুন।
   গ) টাকার বর্তমান মূল্য কি ভাবে হিসাব করা হয়, উহা একটি উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৪. ক) জীবন বীমার নীট প্রিমিয়াম বের করে কি ভাব?
খ) নিম্ন লিখিত মৃত্যুহার পঞ্জি থেকে ৫ বৎসর মেয়াদী বীমার নীট প্রিমিয়াম বের করুন। ৫% হারে সুদ ধরতে হবে।

মৃত্যুহার পঞ্জি

বছর	জীবিতের সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা
১	৫,০০০	৫০
২	৪,৫৫০	৬০
৩	৪,৪৯০	৭০
৪	৪,৪২০	৮০
৫	৪,৩৪০	৯০

৫. ক) বর্ষিক বৃত্তি বলতে কি বোঝেন।
খ) বর্ষিক বৃত্তি কাদের জন্য প্রযোজ্য।
গ) বার্ষিক বৃত্তির শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করুন।

৬. ক) বার্ষিক বৃত্তি ও জীবন বীমার মধ্যে পার্থক্য করুন।
খ) বার্ষিক বৃত্তি কেন প্রয়োজন?
গ) বাংলাদেশে জীবন বীমার সমস্যাগুলো বর্ণনা করুন।